আহলুস সুন্নাহর আকীদা

হায়াতুল আম্বিয়া

(নবীগণের কবর জীবন)

মাওলানা তাহমীদুল মাওলা

আহলুস সুন্নাহর আকীদা
হায়াতুল আম্বিয়া
(নবীগণের কবর জীবন)

আহলুস সুন্নাহর আকীদা

হায়াতুল আম্বিয়া

(নবীগণের কবর জীবন)

১. কাশফ-কারামত ও স্বপ্ন সম্পর্কে আহলুস সুন্নাহ ও উলামায়ে দেওবন্দের আকীদা এবং ফাযায়েলে আমল ও ফাযায়েলে সাদাকাত কিতাবের মূল্যায়ন

২.উলামায়ে দেওবন্দ ও আহলুস সুন্নাহর মূল্যায়ন ও তাঁদের আকীদা খণ্ডনে আহলে হাদীস আলেমদের কর্মপন্থার স্বরূপ

মাওলানা তাহমীদুল মাওলা

পরিচালক : মুআসসাসা ইলমিয়্যাহ বাংলাদেশ

উসতাযুল হাদীস : জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া ঢাকা

খতিব : মহানগর প্রজেক্ট কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ, রামপুরা, ঢাকা

মুআসসাসা ইলমিয়্যাহ বাংলাদেশ

আহলুস সুন্নাহর আকীদা

হায়াতুল আম্বিয়া

নবীগণের কবর জীবন

প্রথম প্রকাশ
শাবান ১৪৪৫ হি.
ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ঈ.

সরাসরি মুআসসাসা থেকে সংগ্রহ করতে যোগাযোগ করুন
01871746798 (হোয়াটসঅ্যাপ)

ফিক্সড প্রাইস : ১০০ টাকা

Hayatul Ambiya By Maulana Tahmid Ul Maula. Published By Muassasa Ilmiyah Bangladesh.

প্রকাশক
মুআসসাসা ইলমিয়্যাহ বাংলাদেশ
: 01871746798
: 01830540520
/ MuassasaIlmiyahbd
মহানগর প্রজেক্ট, রামপুরা, ঢাকা

mibd.org

পরিবেশক
মাকতাবাতুল আসলাফ
: 01747-330779
দোকান নং-৪০, প্রথম তলা, ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
/ realaslaf

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

নবী-রাসূলদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ঈমানের মৌলিক অংশের অন্তর্ভুক্ত। নবীদের প্রতি বিশ্বাসের অর্থ—কুরআন ও সুন্নাহয় তাদের বিষয়ে যা বিবৃত হয়েছে তাতে বিশ্বাস করা এবং শেষ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে যা নিয়ে এসেছেন বলে প্রমাণিত তা বিশ্বাস ও গ্রহণ করা। একে পরিভাষায় ঈমান বির্‌রুসুল বা নবীদের প্রতি ঈমান বলে। ঈমান বির্‌রুসুলের কিছু বিষয় রয়েছে মৌলিক আর কিছু শাখাগত। মৌলিক বিষয়ের কোন একটি অংশ অস্বীকার করা বা ভুল ব্যাখ্যা করা ঈমান নষ্ট করে দেয়। আর শাখাগত বিষয়ের ক্ষেত্রেও ভুল ব্যাখ্যা আহলুস সুন্নাহ থেকে বিচ্যুতির কারণ এবং ক্ষেত্রবিশেষ ঈমানের জন্যও মারাত্মক ক্ষতিকর গণ্য হয়। বিচ্যুতদেরকে পরিভাষায় আহলুল বিদআহ বা বিদাতী বলা হয়।

হায়াতুল আম্বিয়া বা নবীদের মৃত্যুপরবর্তী কবরের বিশেষ জীবনের কথা কুরআন-সুন্নাহয় বিবৃত হয়েছে। এর একটি বিশেষ ধরন ও প্রকৃতি আহলুস সুন্নাহর কাছে স্বীকৃত। এর ভুল ব্যাখ্যা চরম ভ্রষ্টতা ও মারাত্মক বিভ্রান্তির কারণ।

আমরা একালে হায়াতুল আম্বিয়া বিষয়ে দুই ধরনের প্রান্তিকতা লক্ষ্য করছি। এক শ্রেণী হায়াতুল আম্বিয়া বিশ্বাসের মূলতত্ত্ব না বুঝে এর উপর ভিত্তি করে বাড়াবাড়ির চরম সীমা অতিক্রম করে বিভিন্ন বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছে, যার কোন কোনটি শিরক পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। আরেক শ্রেণী এ বিষয়ে বাড়াবাড়ি থেকে

বাঁচার নামে মধ্যপন্থা ও সঠিক পন্থা উপেক্ষা করে হায়াতুল আম্বিয়ার মূল বিশ্বাসকেই অস্বীকার করে বসে। দুটো শ্রেণীই মূলত এক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাহর বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত। এখানেও মধ্যপন্থা ও শ্রেষ্ঠপন্থাই আহলুস সুন্নাহর আদর্শ।

প্রায় দেড় শতাব্দির অধিক কাল ধরে, বিশেষ করে ভারত উপমহাদেশসহ পুরো দুনিয়াতেই ইসলাম ও ইসলামী শিক্ষার প্রচার-প্রসার ও ইসলামের ভাবধারা সংরক্ষণে দারুল উলূম দেওবন্দের সাফল্য ও অবদান অনস্বীকার্য। এ কারণে সারা বিশ্বেই দারুল উলূম দেওবন্দের কর্মপন্থার বিপুল পরিমাণ অনুসারী আছেন, যাদেরকে অনেকে দেওবন্দী বলে থাকেন। তারা নিজেদেরকে দেওবন্দ এর সাথে সম্পৃক্ত রাখাকে নিরাপদ মনে করেন এবং এ পরিচয়ে গর্ববোধ করেন বটে, কিন্তু বিজ্ঞজনেরা দেওবন্দী নাম ধারণ করার চেয়ে আহলুস সুন্নাহ নামেই তৃপ্তি অনুভব করেন। কারণ তারা সুদীর্ঘ সময় ধরে মূলত এতদাঞ্চলে আহলুস সুন্নাহর আকীদা-বিশ্বাস ও আদর্শকে যথাযথভাবে আঁকড়ে ধরে রাখার জন্য অবিরত সংগ্রাম করে যাচ্ছেন। তাই তাদের আসল পরিচয়ই আহলুস সুন্নাহ। তাছাড়া দেওবন্দী নাম ধারণের কারণে অনেকের মনে ধারণা হতে পারে যে, আহলুস সুন্নাহর বিপরীতে দেওবন্দীরা একটি ভিন্ন ফিরকা বা দল। তাই এটা স্পষ্ট থাকা চাই যে, আহলুস সুন্নাহর আকীদা-বিশ্বাস ও আদর্শই দেওবন্দ ও দেওবন্দীদের অবলম্বন। এটিই খাঁটি ইসলামী বিশ্বাস ও আদর্শ।

আশ্চর্যের বিষয় হল, 'হায়াতুল আম্বিয়া' বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ভারত উপমহাদেশে প্রান্তিক দুটি দলই মধ্যপন্থী ও আহলুস সুন্নাহর মতাদর্শে অটল দেওবন্দের অনুসারীদের নামে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় বিভিন্ন ভুল কথা চাপিয়ে দিয়ে নিজেদের প্রান্তিকতা ঢাকার অপচেষ্টা করে থাকে। যা সত্য সন্ধানী লোকদের জন্য চরম বিভ্রান্তিকর।

'হায়াতুল আম্বিয়া' আকীদার ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহর সুস্পষ্ট বক্তব্য, আহলুস সুন্নাহর ব্যাখ্যা এ পুস্তিকার মূল উদ্দেশ্য। পাশাপাশি এ বিষয়ে প্রান্তিক মত অবলম্বনকারীদের ভুল বিশ্বাস চিহ্নিত করা এবং দেওবন্দীদের সঠিক বিশ্বাসেরও সপ্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে এতে।

বিশেষত এতে স্থান পেয়েছে বিষয়সংশ্লিষ্ট আয়াত ও হাদীসের নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা এবং অপব্যাখ্যার খণ্ডন। প্রাসঙ্গিকভাবে স্বপ্ন, কাশফ-ইলহাম ও

কারামাত বিষয়ে সংক্ষেপে আহলুস সুন্নাহর আকীদাও তুলে ধরা হয়েছে।

মূল প্রবন্ধটি উসতাযে মুহতারাম মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক সাহেব হাফিযাহুল্লাহ এর অনুমতিক্রমে মাসিক 'আলকাউসার' এর অক্টোবর-নভেম্বর ২০১৫ ঈ. সংখ্যায় দুই কিস্তিতে প্রকাশিত হয়। আমি হযরতের এবং আলকাউসার সম্পাদক হযরতুল উসতায মাওলানা মুফতী আবুল হাসান আবদুল্লাহ হাফিযাহুল্লাহ সহ সংশ্লিষ্ট সকলের কৃতজ্ঞতা আদায় করছি।

মাসিক আলকাউসার সম্পাদক নিবন্ধের শুরুতে লেখা সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা যোগ করেছেন। তা এখানে উদ্ধৃত করা হল—

> আকীদায়ে হায়াতুন্নাবী একটি শাশ্বত ও স্বীকৃত বিষয়। সম্প্রতি এ নিয়ে অহেতুক কিছু আক্রমণাত্মক বিভ্রান্তি তৈরি করার চেষ্টা করা হচ্ছে। বিষয়টির স্বরূপ ও ব্যাখ্যায় গভীর ইলমী সূক্ষ্মতা বিদ্যমান। শাস্ত্রীয় একটি বিষয় হওয়া সত্ত্বেও বিষয়টিকে সর্বসাধারণের জন্য সহজবোধ্য করে পেশ করার চেষ্টা করা হয়েছে এই নিবন্ধে। এতে পবিত্র কুরআন ও হাদীস শরীফের বিভিন্ন দলিল উল্লেখ করে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে আকীদায়ে হায়াতুন্নাবীর সত্যতা এবং এর অস্বীকারকারীদের দাবির অসারতা। এতে কিছু দীর্ঘ আরবী টীকা রয়েছে, যা তালিবুল ইলমদের জন্য যুক্ত করা হয়েছে।

আমার দুর্বলতার কারণে কোন লেখা বিজ্ঞজনদের সম্পাদনা ছাড়া প্রকাশের সাহস পাই না। আলহামদুলিল্লাহ, আলকাউসারে প্রকাশিত হওয়াটাই আমার জন্য বড় সম্পাদনা। অবশ্য পরবর্তীতে প্রয়োজন অনুযায়ী এতে সামান্য কিছু হ্রাস বৃদ্ধিও করা হয়েছে।

মুআসসাসা ইলমিয়্যাহ থেকে নিবন্ধটি বই আকারে প্রকাশের সিদ্ধান্ত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকলকে এবং বিশেষত মুআসসাসা ইলমিয়্যাহর সদস্য মাওলানা আব্দুল্লাহ সুহাইবকে আল্লাহ তাআলা উত্তম বিনিময় দান করেন। তাঁর সহযোগিতা বইটি প্রকাশ করাকে সহজ করে দিয়েছে। পত্রিকার উদ্দেশ্যে নিবন্ধটি লেখা হয়েছিল। তাই দলিলের প্রাচুর্যের চেয়ে সংক্ষিপ্ততা ও সহজবোধ্যতাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল। সাথে রয়েছে লেখকের ইলমী ও ভাষাগত দৈন্য। তাই হকের উপস্থাপনে নিজের দুর্বলতা হেতু কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি হলে আল্লাহ তাআলা মাফ

করে দিন। এর অকল্যাণ থেকে আমাদের সকলকে হেফাযত করুন। আর যা কিছু সত্য ও সঠিক তা থেকে সকলকে উপকৃত হওয়ার তাউফিক দান করুন।

هذا، وصلى الله على خير خلقه محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

তাহমীদুল মাওলা
পরিচালক, মুআসসাসা ইলমিয়্যাহ বাংলাদেশ
২৩ রজব, ১৪৪৫ হি.
৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ ঈ.

প্রেক্ষাপট
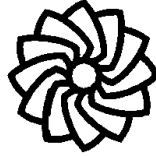
২০১৪ সালের কথা। আহলে হাদীস আলেম শায়খ আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম কোন এক মাহফিলে কিছু অযাচিত বক্তব্য দেন। এক বয়ানে তিনি বলেন, হায়াতুন্নবীকে তালাক ....। তিনি বারবারই চ্যালেঞ্জ দিতে থাকেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর সাথে বসার কথা হয়। তখন এ বিষয়ে সবকিছু আঞ্জাম দিয়েছিলেন মাওলানা লুৎফুর রহমান ফরায়েজী হাফিযাহুল্লাহ।

আকাবীরদের অনুসরণেই এধরনের বাহাস-মুনাযারায় আমার অনাগ্রহ একটু বেশি। কারণ এতে ফায়দার পরিমাণ সাধারণত কম। অকল্যাণই বেশি। কিন্তু তখন বিভিন্ন কারণে তাদের সাথে বসার বিষয়ে একমত হই। তাদের ওখানেই যাই। প্রথমেই তাদের কামরায় গিয়ে তাদের সাথে মুআনাকা করি। মসজিদে বসা হয়। তারা মসজিদের গেট এবং বাইরে মাদরাসার গেটও বন্ধ করে দেন। আমাদের কোন লোককেই তারা ভেতরে আসতে দেননি। তারপর আলোচনা শুরু হয়।

প্রথমে আমাদের কেউ বলছিলেন, আলোচনার মধ্যে শায়খ আকরামুজ্জামান সাহেবের করা অযাচিত ও কুরুচিপূর্ণ মন্তব্যগুলোর পক্ষে শরীয়তের দলিল চাওয়া হবে। শরীয়ত তো নয়ই ন্যূনতম ভদ্রতাও যে কথাকে সমর্থন করে না। কিন্তু পরে সিদ্ধান্ত হল যে, তারা যাই করেন আমরা প্রচলিত মুনাযারার ধারা ভেঙ্গে এখানে তাদের সাথে কল্যাণের উদ্দেশ্যে সত্যকে তুলে ধরার নিয়তেই কথা বলব। যাতে ভাল ফলাফল আসে।

সিদ্ধান্ত মোতাবেক আমি প্রথমে কথা বলা শুরু করি। দেওবন্দীদের তথা আহলুস সুন্নাহর আকীদা দলিলসহ উপস্থাপন করার পর দেওবন্দী আলেমদের রচিত অন্তত দশটি কিতাব থেকে হায়াতুন্নবী বিষয়ে তাঁদের ভাষ্য তুলে ধরি। তখন শায়েখ আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম দাঁড়িয়ে বাধ্য হয়েই আমার কথাকে সমর্থন করে তার কথা শুরু করেন।

তিনটি বিষয়ে এখানে আমাদের বড় ফায়দা হয়েছিল মনে হয়। যথা—

১. তাঁদের প্রথম ব্যক্তি শায়খ আকরামুজ্জামান এর সারকথা ছিল— দেওবন্দীদের যে আকীদার কথা এখানে শুনলেন তাতে কোন সমস্যাই নেই।

২. দ্বিতীয় ব্যক্তি শায়খ মুখলিছুর রহমান মাদানী হযরত আবু হুরায়রা রা. বর্ণিত নবীর কবর থেকে সরাসরি সালাম শুনতে পাওয়া বিষয়ক হাদীস গ্রহণযোগ্য হবার কথাটা মেনে নেন।

৩. তৃতীয় ব্যক্তি জনাব মুরাদ বিন আমজাদ পরবর্তীতে আমাদের অপর সঙ্গী মাওলানা রাইয়্যানের সাথে একান্ত সাক্ষাতে অনেক বিষয়েই তাঁর আগের মত প্রত্যাহার করেছেন।

প্রসঙ্গত বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে যখন আমরা ইবনে তাইমিয়ার বেশকিছু বক্তব্য ও উদ্ধৃতি তুলে ধরছিলাম তখন এক পর্যায়ে শায়খ আকরামুজ্জামান বলেন,

> আমরা ইবনে তাইমিয়া ও ইবনুল কায়্যিমকে মানি না। আমরা মানি কুরআন-হাদীস।

অথচ তারা ইবনু তাইমিয়ার বক্তব্য ও ব্যাখ্যাকে সবসময়ই বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকেন।

যাহোক এভাবে মোটামুটি দেওবন্দীদের সম্পর্কে তাদের একটা স্বীকৃতির উপর সুন্দরভাবেই মজলিস সমাপ্ত হল। কথা ছিল পরবর্তী মজলিস হবে আমাদের কোন স্থানে। কিন্তু কয়েকদিন পরই দেখা যায় তাদের মতাদর্শের আলেম ডক্টর সাইফুল্লাহ মাদানী তাঁকে পাশে বসিয়ে রেখে হায়াতুল আম্বিয়া বিষয়ে আগের কথাগুলোই বলে যাচ্ছেন। হতাশ হলাম। ভাবলাম বিষয়গুলো লিখিত আসা দরকার। তাছাড়া আলোচনায় সময় স্বল্পতার কারণে তাদের কিছু সংশয়ের জবাব দেওয়ার সুযোগ হয়নি। ঘটনাক্রমে তখনই শায়খ আকরামুজ্জামান সম্পাদিত "তাবলীগ জামাত ও দেওবন্দীগণ" (সুহৃদ প্রকাশনী/তাওহীদ পাবলিকেশন্স পরিবেশিত) বইটি পড়ার সুযোগ হয়। দুঃখজনকভাবে লক্ষ্য করলাম, এ বইটিতেও দেওবন্দী ও তাবলীগ জামাতের আকীদা-বিশ্বাস উপস্থাপনে বেশ কিছু অন্যায় রীতি অবলম্বন করা হয়েছে। যেমন- ১. দেওবন্দীদের রচিত আকীদা ও ফতোয়ার কিতাব বাদ দিয়ে জীবনীগ্রন্থ, ফাযায়েল, ইতিহাস ও তাসাওউফের

কিতাব থেকে তাদের নামে ভুল আকীদা তুলে ধরা হয়েছে। ২. দেওবন্দী নয় এমন অখ্যাত ও অপরিচিত ব্যক্তিদের বিষয়কে তাঁদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। ৩. স্বপ্ন-কারামত-কাশফ হিসেবে উল্লিখিত ঘটনাবলী থেকে তাঁদের আকীদা নির্ণয় করা হয়েছে। অথচ এ সকল বিবরণের অনেকগুলো তো খোদ নির্ভরযোগ্য হাদীসের কিতাবেও উল্লিখিত হয়েছে। ৪. বিনা বিচারে হাদীসকে জাল-জয়ীফ আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং ৫. ভুল উদ্ধৃতি, ভুল অনুবাদ ও ভুল ব্যাখ্যা এবং ভুল উচ্চারণে ভরপুর তাদের এ বই। বরং এ ধরনের বিষয় তাদের রচিত আরবী, ইংরেজী, উর্দু ও বাংলা অনেক বইয়েই রয়েছে। এক্ষেত্রে তারা একে অপরের অন্ধ অনুকরণেও অভ্যস্ত, যার কিছু দৃষ্টান্ত এ বইয়ের টীকায় উল্লেখ করা হয়েছে। তাই এ বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু লেখা জরুরি মনে হচ্ছিল।

অবশেষে উসতাযে মুহতারাম মাওলানা আব্দুল মালেক ছাহেবের অনুমতি নিয়ে লেখার সিদ্ধান্ত নেই। পূর্বাপর সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার। তিনিই এ ক্ষুদ্র কর্মকে আমার ও পাঠকদের জন্য উপকারি বানিয়ে দিতে পারেন। আমরা তাঁরই সৃষ্টি, আমরা তাঁর কাছেই প্রত্যাবর্তন করব।

সূচিপত্র

হায়াতুল আম্বিয়া বিষয়ে কয়েকটি প্রশ্ন ৫১-৫৮

হায়াতুল আম্বিয়া বিষয়ে দেওবন্দীদের উপর আরোপিত আকীদা ভিত্তিহীন ৫৯

স্বপ্ন, কারামাত ও কাশফের পরিচয় ৬০

কারামত ৬৪

প্রসঙ্গ কথা

গাইরে মুকাল্লিদ আলেম শায়খ আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম সম্পাদিত 'তাবলীগ জামাত ও দেওবন্দীগণ' এবং মুরাদ বিন আমজাদ রচিত 'সহীহ 'আক্বীদার মানদণ্ডে বেহেশতী জেওর' বই দুটিতে তাদের ও দেওবন্দীদের যে আকীদা উল্লেখ করা হয়েছে তার সারসংক্ষেপ হল- (তাদের আকীদা) ১. বই দুটিতে কোথাও নবীগণ কবরে জীবিত একথা স্বীকার করা হয়নি। ২. নবীগণ কবরে জীবিত বিষয়ক হাদীসটিকে বিতর্কিত বলা হয়েছে। ৩. কবর থেকে সালাম শুনতে পাওয়াকে অস্বীকার করা হয়েছে এবং এ সংক্রান্ত হাদীসকে জাল বলা হয়েছে। ৪. মুরাদ বিন আমজাদের বইয়ে মৃত্যুর পর জীবন পাওয়ার বিষয়টাকে স্পষ্ট ভাষায় অস্বীকার করা হয়েছে।[১]

আর দেওবন্দীদের নামে যে আকীদা লেখা হয়েছে তা হল— ১. নবীজি মৃত্যুবরণ করেননি। ২. তিনি কবরেও হুবহু দুনিয়ার মতই জীবিত। ৩. তাঁর কাছ থেকে আদেশ-নিষেধ উপদেশ এবং বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক সাহায্য সবকিছুই পাওয়া যায়। ৪. উপরিউক্ত বিষয় অন্যান্য মৃত আলেম ও মাশায়েখদেরও রয়েছে।[২]

উপরোক্ত উদ্ধৃতি থেকে বুঝা যায় যে, 'হায়াতুল আম্বিয়া' বিষয়ে আহলে হাদীসগণ রয়েছেন সম্পূর্ণ বিভ্রান্তিতে। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর আকীদা থেকে তারা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। আর দেওবন্দীদের আকীদা নামে অন্যায়ভাবে যা বলা হয়েছে তা অবাস্তব ও দেওবন্দীদের উপর অপবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়। নিম্নে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হল।

---

১. 'তাবলীগ জামাত ও দেওবন্দীগণ', মুরাদ বিন আমজাদ রচিত 'সহীহ 'আক্বীদার মানদণ্ডে বেহেশতী জেওর'

২. 'তাবলীগ জামাত ও দেওবন্দীগণ', মুরাদ বিন আমজাদ রচিত 'সহীহ 'আক্বীদার মানদণ্ডে বেহেশতী জেওর'

'হায়াতুল আম্বিয়া'র আকীদা ও পরিভাষার ইতিহাস

'হায়াত' মানে জীবন। আর 'আম্বিয়া' নবী শব্দের বহুবচন। শাব্দিক অর্থ 'নবীগণের জীবন'। পরিভাষায়— 'ইন্তেকালের পর কবরে নবীগণের বিশেষ জীবন লাভ করাকে হায়াতুল আম্বিয়া বলে'। ওফাতের পর সকল নবী কবরে জীবিত। এ কথা শরয়ী দলিল দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত। এ বিষয়ক হাদীসগুলো সর্বমহলে সমানভাবে গৃহিত ছিল। সাহাবা-তাবেয়ীন থেকে শুরু করে চার শতাব্দীর অধিককাল পর্যন্ত কেউ এ বিষয়ে কোনরূপ দ্বিমত করেননি। কেউ এ সংক্রান্ত কোন হাদীস অস্বীকারও করেননি, এর কোন ভিন্ন ব্যাখ্যাও করেননি। সর্বপ্রথম ৪৪৫ হিজরীতে মানছূর ইবনে মুহাম্মদ আল-কান্দারী নামক এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কবরে জীবিত থাকার উপর নানারূপ আপত্তি উত্থাপন করে এবং এর উপর ভিত্তি করেই কিয়ামত পর্যন্ত নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাত বাকি থাকাকে অস্বীকার করে। তখন যুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ও ইমাম আহমদ ইবনে হুসাইন আল-বাইহাকী রাহ. (মৃত্যু ৪৫৮ হি.) তার মত খণ্ডন করে 'হায়াতুল আম্বিয়া' নামে একটি কিতাব রচনা করেন। এতে তিনি নবীদের কবরে জীবিত থাকা বিষয়ক আকীদার দলিল-প্রমাণ তুলে ধরেন।[৩]

এ থেকেই এ বিষয়টি 'হায়াতুল আম্বিয়া' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। পরবর্তীতে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর সকল ইমাম, মুহাদ্দিস ও ফকীহ নবীদের কবরে জীবিত থাকার আকীদাকে 'হায়াতুল আম্বিয়া' নামেই উল্লেখ করে আসছেন।

---

৩. মাকামে হায়াত, ডক্টর খালেদ মাহমূদ, ডাইরেক্টর, ইসলামিক একাডেমি ম্যানচেস্টার, যুক্তরাজ্য পৃ. ৫৪।

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর বক্তব্য

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর আকীদা হল, মৃত্যুর পর সকল নবীদের কবরে পুনরায় বিশেষ জীবন দান করা হয়েছে। হাদীসে বিষয়টি স্পষ্টভাবে বিবৃত হওয়াতে এবং পূর্ববর্তীযুগে তা সর্বজন স্বীকৃত থাকায় ব্যাপকভাবে আকীদার কিতাবে স্বতন্ত্রভাবে এর খুব উল্লেখ পাওয়া যায় না।[৪] এ বিষয়ে আমি এখানে কয়েকটি উদ্ধৃতি তুলে ধরছি। সামনে আরো কিছু উদ্ধৃত করা হবে।

(এক) ইমাম আহমাদ রহ. [মৃত ২৪১ হি.]

ইমাম আবু বকর আলখাল্লাল ও আবুল ফযল আত-তামীমী রহ. বলেন,[৫] ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. এর মত হচ্ছে—

---

৪. আকীদা ও বিশ্বাস সংশ্লিষ্ট এমন অনেক বিষয় আছে যা কুরআন-সুন্নাহয় স্পষ্ট বিবৃত ও সর্বজনস্বীকৃত হওয়াতে আকীদার কিতাবে পৃথকভাবে উল্লেখ করার প্রয়োজন হয় না। বরং আকীদার কিতাবে উল্লিখিত মূলনীতি- "নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক আনীত ও সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত বিষয়গুলির উপর বিশ্বাস স্থাপন" করার কথা বলে দেওয়াকেই যথেষ্ট মনে করা হয়। তবে এধরনের কোন বিষয় যখন অস্বীকার করা হয় বা অপব্যাখ্যা করা হয়, তখনই তা স্বতন্ত্রভাবে আকীদার কিতাবে আসতে শুরু করে। হায়াতুন্নবী বিষয়টিও অনুরূপ।

৫. ইমাম আবুল ফযল মুহাম্মাদ বিন তামীম হাম্বলী রহ. [মৃত ৪১০ হি.], ইমাম যাহাবী রহ. তাঁকে কালের হাম্বলী মাযহাবের শীর্ষ ইমাম আখ্যায়িত করেছেন। [সিয়ারু আলামিন নুবালা ১৭/২৭৩] তিনি ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের আকীদা ও মতাদর্শ সম্পর্কে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন, যা ইবনে আবী ইয়ালা রহ. এর বিখ্যাত গ্রন্থ তাবাকাতুল হানাবিলাহ এর ২য় খণ্ডের শেষে যুক্ত করে (মাতবাআতুস সুন্নাতিল মুহাম্মাদিয়্যাহ কাহেরা কর্তৃক) প্রকাশিত হয়েছে। এ সম্পর্কে হাফেয ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, আবুল ফযল আততামীমী এ বিষয়ে (ইমাম আহমাদের মাযহাব বিষয়ে) একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। এতে ইমাম আহমাদের আকীদা বিষয়ে তিনি যা অনুধাবন করেছেন তা উপস্থাপন করেছেন। লেখক এক্ষেত্রে ইমাম আহমাদের শব্দ ও ভাষা ব্যবহার করেননি। বরং নিজের শব্দে উল্লেখ করার চেষ্টা করেছেন। [মাজমুউল ফাতাওয়া ৪/১৬৭, ১৬৮]

إن الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون.

নিশ্চয় নবীগণ কবরে জীবিত। তাঁরা সেখানে নামায পড়েন।[৬]

(দুই) ইমাম বাইহাকী রাহ. [মৃত ৪৫৮ হি.]

ইমাম বাইহাকী রাহ. তাঁর 'আল ই'তিকাদ' গ্রন্থে বলেন—

والأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعد ما قبضوا ردت إليهم أرواحهم، فهم أحياء عند ربهم كالشهداء.

সকল নবীর রূহ কবজ করার পর তা আবার ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই তাঁরা শহীদদের ন্যায় তাদের রবের কাছে জীবিত।[৭]

(তিন) উসতায আবু মানসুর আব্দুল কাহির বাগদাদী [মৃত ৪২৯ হি.]

উসতায আবু মানসুর আব্দুল কাহির বাগদাদী —যিনি শাফিয়ী মাযহাবের বড় ফকীহ— বলেন,

قال المتكلمون المحققون من أصحابنا: إن نبينا صلى الله عليه وسلم حي بعد وفاته.

আকীদার মুহাক্কিক আলিমগণ বলেছেন, আমাদের নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওফাতের পরেও জীবিত।[৮]

(চার) শায়খ তাকী উদ্দীন সুবকী রহ. [মৃত ৭৫৬ হি.]

শায়খ তাকী উদ্দীন সুবকী রহ. বলেন—

حياة الأنبياء والشهداء في القبر كحياتهم في الدنيا.

---

৬. তবাকাতুল হানাবিলাহ ২/৩০৩, মাতবাআতুস সুন্নাতিল মুহাম্মাদিয়্যাহ কাহেরা, তাসহীহ: মুহাম্মাদ হামিদ আলফাকা, আলআকীদা, আবু বকর আলখাল্লাল, পৃ. ১২১

৭. আল ইতিকাদ পৃ. ৪১৫, দারুল ফযীলাহ রিয়াদ; আত-তালখীছুল হাবীর ২/২৫৪; আল বাদরুল মুনীর ৫/২৯২

৮. ইম্বাহুল আযকিয়া লিহায়াতিল আম্বিয়া, আলহাবী সুয়ূতী, পৃ. ৫৫৪

দুনিয়ার জীবনের ন্যায় নবীগণ ও শহীদগণ কবরে জীবিত।[৯]

(পাঁচ) হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রাহ. [মৃত ৮৫২ হি.]

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রাহ. বলেন—

وقد تمسك به من أنكر الحياة في القبر، وأجيب عن أهل السنة المثبتين لذلك بأن المراد نفي الموت اللازم من الذي أثبته عمر بقوله: «وليبعثه الله في الدنيا ليقطع أيدي القائلين بموته»، وليس فيه تعرض لما يقع في البرزخ، وأحسن من هذا الجواب أن يقال: إن حياته صلى الله عليه وسلم في القبر لا يعقبها موت بل يستمر حيا، والأنبياء أحياء في قبورهم، ولعل هذا هو الحكمة في تعريف الموتتين حيث قال: لا يذيقك الله الموتتين، أي المعروفتين المشهورتين الواقعتين لكل أحد غير الأنبياء.

যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরে জীবিত থাকাকে অস্বীকার করে তারা হযরত আবু বকর রা.-এর এ বক্তব্য দিয়ে দলিল পেশ করতে চায়-'আল্লাহ আপনাকে দুইবার মৃত্যু দিবেন না'। আর আহলুস সুন্নাহ- যারা নবীর কবরে জীবিত থাকায় বিশ্বাস রাখেন, এদের পক্ষ থেকে এর জবাব দেয়া হয়েছে যে, হযরত আবু বকর রা.-এর বক্তব্যের উদ্দেশ্য ছিল উমর রা.-এর ভুল ধারণার খণ্ডন করা। উমর রা. বলেছিলেন, 'আল্লাহ তাআলা নবীজীকে আবার দুনিয়াতে জীবিত করবেন ...'। এ কথার মধ্যে বারযাখে কী হবে এ বিষয়ে কিছুই বলা হয়নি। অবশ্য হযরত আবু বকর রা.-এর এ কথার সর্বোত্তম ব্যাখ্যা হল, কবরে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে জীবন পেয়েছেন তারপর আর কোনো মৃত্যু আসবে না। বরং তিনি বরাবরই কবরে জীবিত থাকবেন, আর নবীগণ কবরে জীবিত...।।[১০]

শাইখুল ইসলাম ইবনে হাজার এ বক্তব্যে স্পষ্টই বলেছেন, আহলুস-সুন্নাহর বিশ্বাস হল, নবীগণ কবরে জীবিত।

---

৯. ইম্বাহুল আযকিয়া লিহায়াতিল আম্বিয়া, আলহাবী সুয়ূতী, পৃ. ৫৫৪

১০. ফাতহুল বারী, আবু বকর রাযি. এর ফযীলত অধ্যায় ৭/৩৩।

(ছয়) আল্লামা সুয়ূতী রহ. [মৃত ৯১১ হি.]

আল্লামা সুয়ূতী রহ. বলেন—

حياة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره هو وسائر الأنبياء معلومة عندنا علما قطعيا لما قام عندنا من الأدلة في ذلك وتواترت الأخبار.

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও অন্য সকল নবীগণ কবরে জীবিত– এ বিষয়টি মুতাওয়াতির (বহু সংখ্যক) হাদীস ও অন্যান্য দলীলের আলোকে আমরা সুনিশ্চিতভাবে জানি।[১১]

(সাত) শায়খ আব্দুল লতীফ ইবনে আব্দুর রহমান আলে শায়খ

শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব নাজদী রহ. এর বংশধর শায়খ আব্দুল লতীফ আলে শায়খ বলেন,

فحاصل هذه الدعوى أن الأنبياء أحياء، وأنهم أعلى من الشهداء حالا بعد الموت، وهذا حق لا ريب فيه، ولا ينازع فيه مسلم، والأمر أبلغ من ذلك وأرفع. «مصباح الظلام في الرد على من كذب الشيخ الإمام ونسبه إلى تكفير أهل الإيمان والإسلام» للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب آل الشيخ (ت ١٢٩٣هـ)، مطبوع من وزارة الشؤون الإسلامية (السعودية) عام ١٤٤٢ / ٢٠٠٣، ٣٨٥/٣.

এ দাবির সারকথা হলো— নবীগণ কবরে জীবিত। কবরে তাঁদের অবস্থান শহীদদের চেয়েও মর্যাদাপূর্ণ। এবিষয়টি সত্য, এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই এবং কোনো মুসলিমের তাতে দ্বিমত থাকতে পারে না। কারণ এবিষয়টি সব ধরনের দ্বিধা ও সন্দেহের উর্ধ্বে।[১২]

---

১১. ইম্বাহুল আযকিয়া লিহায়াতিল আম্বিয়া, আলহাবী সুয়ূতী, পৃ. ৫৫৪

১২. মিসবাহুয যলাম ৩/৩৮৫

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আকীদা

কুরআন-সুন্নাহর দলিল ও ইমামগণের বিশ্লেষণের আলোকে 'হায়াতুল আম্বিয়া' বিষয়ে আহলুস সুন্নাহর আকীদার সারকথা সহজবোধ্য ভাষায় এখানে তুলে ধরা হল—

১. প্রথমত নির্ধারিত মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করার মাধ্যমে সকল নবীগণের দুনিয়ার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

২. মৃত্যুর পর তাঁরা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এক বিশেষ জীবন লাভ করেছেন। তাই তাঁরা কবরে জীবিত। তাঁদের কবরের জীবনের ধরন বিষয়ে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর বিশ্বাস হল:

ক. আলমে বারযাখে সাধারণ মুমিনের জীবনের চেয়ে শহীদদের জীবন পূর্ণাঙ্গ। আর শহীদদের জীবন থেকে নবীদের জীবন আরো পূর্ণাঙ্গ ও উন্নততর।

খ. দুনিয়ার জীবনের সাথে তাঁদের কবরের জীবনের কিছু কিছু বিষয়ে সাদৃশ্য রয়েছে।[১৩] যেমন কবরে তাঁদের দেহ মোবারক সুসংরক্ষিত রয়েছে। তাঁরা কবরে নামায আদায় করেন। যারা কবরের নিকট গিয়ে সালাত ও সালাম পেশ করেন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা সরাসরি শুনেন এবং যারা দূর থেকে সালাম পাঠান তা ফেরেশতা তার কাছে (কবরে) পৌঁছে দেন এবং নবীগণ আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ রিযিক প্রাপ্ত হন। তাই কিছু সাদৃশ্যের কারণে কেউ কেউ তাঁদের দুনিয়ার জীবনের মতও বলে দিয়েছেন।

গ. কবরের জীবনের ধরন সম্পর্কে যে বিষয়গুলো কুরআন-সুন্নাহয় পাওয়া যায় না সে বিষয়ে নিরবতা অবলম্বন করেন।

---

১৩. قال الذهبي في السير (٩/٩٩) : وهذه صفة الأحياء في الدنيا

৩. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ এ-ও বিশ্বাস করে যে, তাদের কবর-জীবন হুবহু দুনিয়ার জীবনের মত নয়। কবর থেকে স্বাভাবিকভাবে যথা ইচ্ছা গমনাগমন করা, মৃত্যু-পূর্ববর্তী সময়ের মত আদেশ-নিষেধ ও পরামর্শ দেওয়া, কারো সাথে সরাসরি সাক্ষাৎ, কথোপকথন ও মুসাফাহা করা ইত্যাদি বিষয়ে শরয়ী কোনো দলিল নেই। তবে কারো কাছে যদি স্বপ্ন, কাশফ বা কারামাতের মাধ্যমে এমন কোনো কিছু ঘটা প্রমাণিত হয়, তাহলে সেটি ভিন্ন বিষয়। এর স্বতন্ত্র বিধান রয়েছে, যার কিঞ্চিত আলোচনা সামনে করা হবে, ইনশাল্লাহ। হায়াতুল আম্বিয়ার আকীদার সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই।

৪. সাথে আহলুস সুন্নাহর বিশ্বাস এটিও যে, 'নবী-রাসূলদেরকে আল্লাহ তাআলার বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী বা অংশীদার মনে করে তাদের কাছে কিছু চাওয়া' – 'হায়াতুল আম্বিয়া' বিশ্বাসের সাথে কোনই সম্পর্ক রাখেনা। বরং এমন কাজতো শিরক বলে গণ্য হয়।
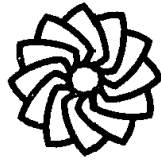
উলামায়ে দেওবন্দের বক্তব্য

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর সকল আকীদাই উলামায়ে দেওবন্দের আকীদা। উলামায়ে দেওবন্দ সর্বত্র স্পষ্ট বলেছেন যে, দেওবন্দ ও দেওবন্দীদের স্বতন্ত্র ও বিশেষ কোনো আকীদা-বিশ্বাস নেই। কুরআন-সুন্নাহর আলোকে প্রমাণিত সকল আকীদা-বিশ্বাসকেই উলামায়ে দেওবন্দ গ্রহণ করেন এবং কুরআন-সুন্নাহয় নিষিদ্ধ সকল আকীদা-বিশ্বাস তাঁরা প্রত্যাখ্যান করেন। এর বাইরে যা কিছু তাদের উপর আরোপ করা হয় তা হয়ত অজ্ঞতা, নয়তো অপবাদ। তাই নবীদের কবর-জীবন সম্পর্কেও উলামায়ে দেওবন্দ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর আকীদাকেই গ্রহণ করেন। নিম্নে এর স্বপক্ষে উলামায়ে দেওবন্দের রচিত কিছু বরাত উল্লেখ করা হল—

১. মাসআলায়ে হায়াতুল আম্বিয়া কি হাক্বীকত, মাওলানা মনযূর নোমানী রাহ. (পৃ. ১৩-১৫)

২. মাকামে হায়াত, ড. খালেদ মাহমূদ (পৃ. ২২৮)

৩. হিদায়াতুল হায়রান, মাওলানা আব্দুশ শাকূর তিরমিযী রাহ. (পৃ. ৬০)

৪. তাসকীনুস ছুদূর, মাওলানা সরফারায খান ছফদর (পৃ. ২১১)

৫. তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম ফি শারহি সহীহি মুসলিম (৫/১৭)

৬. সীরাতে মুছতাফা, মাওলানা ইদ্রীস কান্ধলবী রাহ. (৩/২৫৮)

৭. তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন, মুফতী মুহাম্মদ শফী রাহ. (২/৪৫)

৮. আশরাফুল জাওয়াব, মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. (পৃ. ২৩৮)

৯. উলামাউ দেওবন্দ ইত্তিযাহুহুমুদ-দ্বীনি ও মিযাজুহুমুল মাযহাবী (পৃ.১৯৯)[১৪]

---

১৪. إنهم يعتقدون بحياته في البرزخ، ولكنهم لايقولون بعيشه هناك كعيشه في الدنيا

১০. দারুল উলূম দেওবন্দ: মাদরাসাহ ফিকরিয়্যাহ তাউজীহিয়্যাহ, উবাইদুল্লাহ আল-আসআদী (পৃ. ৬২৪)[১৫]

১১. ইলাউস সুনান, মাওলানা যাফার আহমদ উসমানী রহ. খণ্ড ১২ পৃ. ২৬৭[১৬]

১২. আল-মুহান্নাদ আলাল মুফান্নাদ (পৃ. ৪৪)[১৭]

প্রথমোক্ত গ্রন্থে মাওলানা মনযূর নোমানী রাহ. লেখেন,

> আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর কারো অস্পষ্ট বক্তব্য থেকে কেউ যদি একথা প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে, নবীগণ মৃত্যুবরণ করেননি তাহলে তা হবে নিতান্তই ভুল। বরং তা হবে মিথ্যা অপবাদ।[১৮]

কিছু সংশয়ের নিরসন

উপরিউক্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণের উপর হায়াতুন্নবী বিষয়ে প্রান্তিকতার শিকার উভয় শ্রেণীর সংশয় থেকে যেতে পারে। তাই আরো স্পষ্ট করার জন্য বলছি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর বিশ্বাস হল—

১. মৃত্যুর মাধ্যমে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুনিয়ার জীবনের অবসান ঘটেছে। সুতরাং যারা 'হায়াতুল আম্বিয়া' আকীদার উপর এই বলে আপত্তি করে যে, জীবিত অবস্থায় নবীগণকে দাফন করা হল কী করে,[১৯] তাদের আপত্তি অর্থহীন।

১৫.

حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوفاة أي في البرزخ

১৬.

فإن قلت: إن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره فيكون التضحية عن الحي دون الميت - قلنا: فتلك حياة أخرى، لا من جنس الحياة الدنياوية، فهو ميت باعتبار هذه الحياة الدنياوية، حي بتلك الحياة البرزخية المغايرة لهذه الحياة. انتهى من إعلاء السنن ١٢/٢٦٧، قلت: ليس المراد به إنكار مشابهة حياتهم بالحياة الدنياوية بالكلية كما يبدو من «المهنّد» خلافه بالكلية، بل الأمر عندهم واحد والاختلاف في التعبير. (تحميد)

১৭.

فثبت أن حياته دنيوية برزخية، وقد شرحه عبد الشكور الترمذي، فليراجع.

১৮. মাসআলায়ে হায়াতুল আম্বিয়া কি হাক্বীকত, মাওলানা মনযূর নোমানী রাহ.

১৯. দেখুন, তাবলীগ জামাত ও দেওবন্দীগণ পৃ. ৯০

২. কবরে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন কিছু কিছু বিষয়ে দুনিয়ার জীবনের সাথে সাদৃশ্য রাখে। তবে সকল বিষয়ে তাঁদের কবরের জীবন দুনিয়ার জীবনের মত নয়। বরং তাঁদের জীবনটা মূলত বারযাখী তথা আলমে বারযাখের জীবন- যা আমাদের দৃষ্টির আড়ালে। তাই স্বাভাবিকভাবে দুনিয়ায় জীবিত থাকতে যেমন নবীজীর কাছ থেকে আদেশ, নিষেধ ও পরামর্শ পাওয়া যেত, বারযাখী জীবন হওয়ার কারণে তা পাওয়া যায় না। এদিক থেকে তাঁদের কবরের জীবনের সাথে দুনিয়ার জীবনের কিছুটা বৈসাদৃশ্যও আছে। তবে কারো ক্ষেত্রে স্বপ্ন, কাশফ ও কারামতের মাধ্যমে যদি কিছু অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটা প্রমাণিত হয় তাহলে সেটি স্বতন্ত্র বিষয়। যার বিধান সম্পূর্ণ ভিন্ন।[২০] সুতরাং যারা এই বলে আপত্তি করেন যে, নবীজী যদি কবরে জীবিত থাকতেন, তাহলে আবু বকর খলীফা হলেন কী করে, আর সাহাবীগণ আগের মত আদেশ, নিষেধ ও পরামর্শের জন্য তাঁর কাছে কেন যেতেন না;[২১] তাদের এ আপত্তি একেবারেই অবান্তর।[২২]

কবরের জীবন 'বারযাখী' হওয়া সত্ত্বেও দুনিয়ার জীবনের সাথে সাদৃশ্য রাখে

বারযাখ শব্দের অর্থ পর্দা বা অন্তরায়। মৃত্যু পরবর্তী জগত সম্পর্কে মানুষ সরাসরি কিছু জানতে পারে না। তাই একে আলমে বারযাখও বলা হয়। সমস্ত মানুষ মৃত্যুর পর পৃথিবীর মানুষের দৃষ্টির আড়ালে চলে যায়। আড়ালে হওয়ার কারণে একে 'বারযাখ'ও বলা হয়। সকল মানুষের মত নবীগণও মৃত্যুর পর বারযাখে তথা আড়ালে চলে যান। তাই কেউ কেউ সকল মানুষের বারযাখের জীবনের সাথে মিলিয়ে নবীদের কবরের জীবনকে তুচ্ছ ও হীন গণ্য করে থাকেন। অথচ নবীগণের মৃত্যুপরবর্তী জীবন দুনিয়ার জীবনের সাথে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সাদৃশ্যপূর্ণ, কোন ক্ষেত্রে আরো শক্তিশালী। সরাসরি তারা কবরেই বিশেষ জীবন লাভ করেছেন। যা অন্য সাধারণ মানুষের জীবন থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাই দুই জীবনকে এক করে ফেলা শরীয়ত বিরোধী চিন্তা। যেমনটি কোন কোন লোক বলেন, নবীগণের মৃত্যুপরবর্তী জীবন বারযাখী, আর আমরা বারযাখী জীবন সম্পর্কে কিছুই জানি না।

---

২০. এবিষয়ে আলোচনা সামনে আসছে ইনশাআল্লাহ।

২১. দেখুন, তাবলীগ জামাত ও দেওবন্দীগণ পৃ. ১০৮-১০৯

২২. দেখুন, মাকামে হায়াত, ড. খালেদ মাহমূদ পৃ.২৩৪-২৩৫।

কিন্তু বারযাখের জীবন হওয়া সত্ত্বেও শরয়ী দলিলের দ্বারা ঐ জগতের যা পাওয়া যায় তা জানতে ও বিশ্বাস করতে সমস্যা কোথায়? তা অস্বীকার করার তো কোনো যুক্তি নেই। কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা একথা প্রমাণিত যে, নবীগণ কবরে স্বশরীরে দুনিয়ার সাথে আংশিক সাদৃশ্যপূর্ণ বিশেষ জীবন পেয়েছেন। যে সকল বিষয়ে দুনিয়ার জীবনের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে তা হল:

১. দুনিয়ার দেহ সংরক্ষিত থাকা, ২. নামায আদায় করা, ৩. সালাত ও সালাম শুনতে পাওয়া, ৪. সালামের জবাব দেয়া, ৫. রিযিকপ্রাপ্ত হওয়া। এ সবক'টি বিষয়ই একজন জীবন্ত মানুষের বৈশিষ্ট্য, যা মৃত্যুর পরও নবীদের মধ্যে পাওয়া যায়। তাই নবীগণের জীবন বারযাখী হলেও সাধারণ মানুষের বারযাখী জীবনের সাথে এর আকাশ পাতাল ব্যবধান রয়েছে। এ কারণেই বলতে হয়- নবীগণ কবরে স্বশরীরে জীবিত। কিন্তু অন্যদের বেলায় এ কথা বলার কোনো অবকাশ নেই। সুতরাং বারযাখী জীবন বলে নবীগণের কবর-জীবনকে সাধারণ মানুষের জীবনের সাথে একাকার করে ফেলা, জীবিত বলতে দ্বিধাবোধ করা শরীয়ত-বিরোধী চিন্তা।
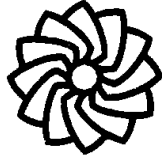
কুরআনে হায়াতুল আম্বিয়ার দলিল

পূর্বে হায়াতুল আম্বিয়া বিষয়ে আহলুস সুন্নাহর যে আকীদা তুলে ধরা হয়েছে– এর সবগুলো বিষয়ই আলহামদুলিল্লাহ দলিলসমৃদ্ধ। প্রয়োজনের তাগিদেই এখানে আমরা সংক্ষেপে কিছু দলিল তুলে ধরার প্রয়াস পাবো। প্রথমত কুরআনুল কারিমের দুটো আয়াত উল্লেখ করছি।

(এক) আল্লাহ তা'আলা বলেন –

﴿وَلَا تَقُولُوا۟ لِمَن يُقْتَلُ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَٰتٌۢ ۚ بَلْ أَحْيَآءٌ وَلَـٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ﴾

"যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয় তোমরা তাদেরকে বলো না তারা মৃত, বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা উপলব্ধি করতে পার না।" [২৩]

(দুই) আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন –

﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَٰتًۢا ۚ بَلْ أَحْيَآءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾

"যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদের কখনই মৃত মনে করো না, বরং তারা জীবিত, এবং তাদের রবের নিকট হতে তারা রিযিকপ্রাপ্ত।[২৪]

উপরিউক্ত প্রথম আয়াতে মৃত্যুর পর শহীদদেরকে মৃত বলতে নিষেধ করা

---

২৩. সূরা বাকারা (২) : ১৫৪।

২৪. সূরা আলে ইমরান (৩) : ১৬৯।

হয়েছে। আর বলা হয়েছে 'বরং তারা জীবিত'। আর দ্বিতীয় আয়াতে মৃত ধারণা করতেও নিষেধ করা হয়েছে। জীবিত হওয়ার একটি নিদর্শন বলা হয়েছে 'তারা রিযিকপ্রাপ্ত হয়'।

আয়াত দুটি থেকে বুঝা যায়—

(ক) যদিও বারযাখে সমস্ত মানুষেরই এক ধরনের জীবন আছে, কিন্তু সাধারণের বারযাখের অবস্থানকে জীবিত বলা হয়নি যেমনটা শহীদদের বেলায় বলা হয়েছে। একথাও প্রমাণিত যে, শহীদের জীবন সাধারণের জীবনের চেয়ে উন্নত ও ভিন্নতর।

(খ) শুধু রূহ বা আত্মার বেঁচে থাকাকে জীবন বলে না। নতুবা জন্মের পূর্বেও আত্মা ছিল, মায়ের পেটেও আত্মা ছিল, মৃত্যুর পরও স্থান পরিবর্তন সত্ত্বেও আত্মা আগের অবস্থাতেই থাকে। কিন্তু তাই জীবন বলতে বুঝায় যখন আত্মা দেহের মধ্যে থাকে অথবা দেহের সাথে আত্মার সম্পর্ক থাকে, যেমন ঘুমন্ত মানুষ।

(গ) আয়াতে বলা হয়েছে 'যাকে হত্যা করা হয়' তাকে মৃত বলো না, আর হত্যা করা হয় দেহকে। সুতরাং শহীদ জীবিত থাকার অর্থ শুধু রূহের জীবনই নয়। বরং দেহের সাথেও এ জীবনের একটি সম্পর্ক রয়েছে।

(ঘ) আরও বলা হয়েছে, 'তারা রিযিকপ্রাপ্ত হয়'। এ থেকেও বোঝা যায়, দুনিয়ার জীবনের সাথে শহীদদের বিশেষ জীবনের অনেক সাদৃশ্য রয়েছে।

(ঙ) কিন্তু এ জীবনের কী ধরন সে সম্পর্কে বলা হয়েছে-

"কিন্তু তোমরা উপলব্ধি করতে পার না"।

সুতরাং আয়াত দুটিতে 'নস' তথা স্পষ্ট বক্তব্যে শহীদের জীবনের কথা বলা হয়েছে। আর 'ইশারা ও দালালাতুন নস' তথা ইঙ্গিতে নবীদের জীবনের কথাও বলা হয়েছে। কেননা নিঃসন্দেহে নবীদের মর্যাদা আল্লাহর কাছে শহীদের চেয়েও বেশি। আর যে কারণে শহীদ শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ও শহীদরূপে গণ্য হয় সে কারণ নবীদের মধ্যে বেশি বিদ্যমান।[২৫] তাই নবীদের জীবন শহীদের চেয়ে বেশি উন্নত হবে।[২৬]

---

২৫. সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ ১১/৩৬০।

২৬. দেখুন, হায়াতুল আম্বিয়া, বাইহাকী; আল-মুফহিম শারহু মুসলিম, কুরতুবী, নবুওয়া অধ্যায়;

তাছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক হাদীসে এ কথা স্পষ্ট যে, তিনি খায়বারে বিষমিশ্রিত যে গোস্ত খেয়েছিলেন, মৃত্যুকালীন সময়ে সেই বিষক্রিয়া আবার শুরু হয়েছিল। এ বিষও তাঁর ওফাতের একটা কারণ। তাই এ হিসেবে তিনি আক্ষরিক অর্থেও শহীদ।[২৭]

অপরদিকে বেশ কিছু হাদীসে নবীগণের কবরে জীবিত থাকার বিষয়টি স্পষ্টভাবে এসেছে। যা উপরোক্ত আয়াতদুটির এ ব্যাখ্যাকে অত্যন্ত শক্তিশালী করে। ফলে কুরআনের এ আয়াতদুটি দ্বারাই হায়াতুল আম্বিয়া আক্বীদা প্রমাণিত হয়।[২৮]
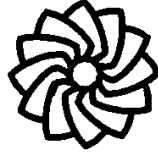
সিয়ারু আলামিন নুবালা, ইমাম যাহাবী, ওয়াকী ইবনুল জাররাহ-এর জীবনী অধ্যায় ৮/৯৯; ফাতহুল বারী, ইবনে হাজার আসকালানী ৬/৬০৫; নাইলুল আওতার ৩/২১১; সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ ১১/৩৬০; ইম্বাউল আযকিয়া, আল্লামা সুয়ূতি (আল-হাবী) পৃ. ৫৫৪; খুতুবাতে ছফদর ৩/২২০

২৭. সহীহুল বুখারী, হাদীস ৪৪২৮; আল-হাবী, সুয়ূতী, পৃ. ৫৫৪।

২৮. আরো দেখুন, সূরা সাজদাহ, আয়াত নং ২৩; সূরা যুখরুফ, আয়াত নং ৪৫; সূরা মারইয়াম, আয়াত নং ১৫ ও ৩৩; খুতুবাতে ছফদর ৩/২২০

হায়াতুল আম্বিয়ার দলিল হাদীস থেকে

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরে জীবিত হওয়ার বিষয়ে অনেক হাদীস রয়েছে। হাদীস বিশারদদের দাবি অনুযায়ী এ বিষয়ক হাদীস 'মুতাওয়াতির'-এর পর্যায়ভুক্ত। আল্লামা সুয়ূতী রাহ. বলেন,

> "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সমস্ত নবীগণ কবরে জীবিত হওয়ার বিষয়টি অকাট্যভাবে প্রমাণিত। ... এ বিষয়ক হাদীস মুতাওয়াতির পর্যায়ের।"[২৯]

নিম্নে হায়াতুল আম্বিয়া বিষয়ক কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হল। আর যেহেতু হাদীসের গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে নিরাপদ পন্থা হল, শাস্ত্রজ্ঞ ইমামগণের মত গ্রহণ করে নেওয়া। তাই আমরা এখানে তার অনুসরণ করার চেষ্টা করেছি। অবশ্য তাদের মধ্যে দলিল নির্ভর গ্রহণযোগ্য মতভেদ হলে ভিন্নকথা, যা একটি ব্যাখ্যাসাপেক্ষ শাস্ত্রীয় বিষয়। পাশাপাশি ইমাম পর্যায়ের নয় এমন কিছু ব্যক্তিত্বের মতামতও উল্লেখ করা হয়েছে একারণে যে, তাঁরা আহলে হাদীস ভাইদের অত্যন্ত আস্থাভাজন।

(এক) হযরত আনাস রা. থেকে

হযরত আনাস রা. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

الأَنْبِيَاءُ أَحْيَاءٌ فِي قُبُورِهِمْ يُصَلُّونَ.

'নবীগণ কবরে জীবিত, নামায আদায় করেন'।[৩০]

---

২৯. ইম্বাহুল আযকিয়া লিহায়াতিল আম্বিয়া, আল-হাবী পৃ.৫৫৪; মিরকাতুছ ছাউদ-লিস সুয়ূতি; নাজমুল-মুতানাসির ফিল আহাদীসিল মুতাওয়াতির, মুহাম্মদ ইবনে জাফর আল-কাত্তানী, হাদীস ১১৫; সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ ১১/৩৫৫

৩০. মুসনাদে আবু ইয়ালা, হাদীস ৩৪২৫; হায়াতুল আম্বিয়া লিল বাইহাকী, হাদীস ১-৪

শাস্ত্রজ্ঞ যে সকল ইমাম ও মুহাদ্দিসগণ এ বর্ণনাকে সহীহ বলেছেন:

১. ইমাম বাইহাকী রাহ. (হায়াতুল আম্বিয়া, পৃ. ৫)

২. হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রাহ. (ফাতহুল বারী ৬/৬০৫)

৩. হাফেজ ইবনুল মুলাক্কিন রাহ. (আল-বাদরুল মুনীর ৫/২৮৫)

৪. হাফেজ নূরুদ্দীন হাইসামী রাহ. [এর বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত] (মাজমাউয যাওয়াইদ, ৮/২১১, হাদীস ১৩৮১২)

৫. আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী রাহ. (ইম্বাউল আযকিয়া বিহায়াতিল আম্বিয়া, আল-হাবী, পৃ. ৫৫৫)

৬. আল্লামা মুনাবী রাহ. (ফায়জুল কাদীর, হাদীস ৩০৮৯)

৭. শাওকানী রাহ. (তুহফাতুয যাকিরীন পৃ. ২৮; নাইলুল আউতার, ৩/২৪৭)

৮. শায়খ নাসীরুদ্দীন আলবানী রাহ., সিলসিলাতুস সহীহা, হাদীস ৬২১; সহীহুল জামিইস সাগীর; আলজানাইয; আত-তাওয়াসসুল ইত্যাদি)

উল্লেখ্য যে, এ হাদীসকে কোনো মুহাদ্দিস দুর্বল বলেছেন বলে আমাদের জানা নেই। হাদীসটির একজন বর্ণনাকারী সম্পর্কে ইমাম যাহাবী রাহ.-এর যে বক্তব্য রয়েছে তার ভিত্তি ছিল ভুল ধারণার উপর। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রাহ. 'লিসানুল মিযান' গ্রন্থে বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছেন। সুতরাং হাদীসটি সর্বসম্মতিক্রমে সহীহ। এমন হাদীসকে সহীহ বলতে অস্বীকার করা মুর্খতা ও

وإسناده عند أبي يعلى: حَدَّثَنَا أَبُو الْجَهْمِ الأَزْرَقُ بْنُ عَلِيٍّ، (ذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال ابن حجر : صدوق يغرب) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ (من رجال البخاري ومسلم)، حَدَّثَنَا الْمُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدٍ (قال في الفتح: وثقه أحمد وابن حبان، وقال في «التقريب»: صدوق عابد ربما وهم، وقال الذهبي: صدوق)، عَنِ الْحَجَّاجِ (هو ابن أبي زياد البصري وثقه أحمد وابن معين، قلت: وأبو داود، وقال أحمد: ثقة رجل صالح)، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وقد تابع عبدُ الله بن محمد بن يحيى بن أبي بكير أبا الجهم الأزرقفي تاريخ أصفهان (ترجمة عبد الله بن إبراهيم بن الصباح)، وذكره الحافظ قاسم بن قطلوبغا في كتابه الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة.

(تكلم عليه الإمام الذهبي في الميزان ورده الحافظ في اللسان: (٧٨٧) وأنما هو حجاج بن أبي زياد الأسود يعرف بزق العسل، وهو بصري كان ينزل القسامل، روى عن ثابت وجابر بن زيد وأبي نضرة وجماعة، وعنه جرير بن حازم وحماد بن سلمة وروح بن عبادة وآخرون، قال أحمد: ثقة ورجل صالح، وقال ابن معين: ثقة، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات)

হঠকারিতা ছাড়া আর কিছুই নয়।[৩১]

হাদীস থেকে স্পষ্ট হল যে, "নবীগণ তাঁদের কবরে জীবিত। তাঁরা কবরে নামায আদায় করেন"। যদিও কোন নামায ও কত রাকাত পড়েন তা জানা যায় না, তবুও নামায আদায় করা দুনিয়ার জীবনের সাথে সাদৃশ্যের একটি উদাহরণ। পরবর্তী হাদীসে বিষয়টি আরো পরিষ্কার করা হয়েছে।

(দুই) হযরত আনাস রা. থেকে

হযরত আনাস রা. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي، عِنْدَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ.

> 'আমি মিরাজের রাতে (বাইতুল মাকদিসের পাশে) লাল বালুর ঢিবির কাছে মূসা আলাইহিস সালাম এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করেছি। তখন তিনি তাঁর কবরে দাড়িয়ে নামায আদায় করছিলেন'।[৩২]

হাদীস থেকে জানা গেল, 'আল্লাহর কাছে' নয় বরং মূসা আলাইহিস সালাম তাঁর কবরে নামায আদায় করছেন। রূহের জগতে নয় বরং তিনি স্বশরীরে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করছেন। নবীজী কবরের অবস্থানটিও উল্লেখ করে দিয়েছেন– লাল বালুর ঢিবির কাছে। তাই এখানে সালাত বা নামাযের বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেয়ার আর কোনো সুযোগ থাকে না'। সুতরাং যারা নবীদের কবরে সালাত আদায়ের অর্থ ও স্থান নিয়ে বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করে থাকেন তাদের সহীহ বুঝের জন্য যথেষ্ট।

---

৩১. শায়খ আকরামুজ্জামান সম্পাদিত 'তাবলীগ জামাত ও দেওবন্দীগণ' কিতাবে (পৃ. ৯১) বলা হয়েছে- "হাদীস বিশারদদের মতে এর সত্যতা বিতর্কিত"! কিন্তু কার মতে এবং কেন এ হাদীসের সত্যতা বিতর্কিত এর কোনো বরাত গ্রন্থকার উল্লেখ করেননি!! আল্লাহ তাআলা ভালো জানেন, একটি সহীহ হাদীস সম্পর্কে অহেতুক এমন সন্দেহ সৃষ্টি করা হল কোন্ উদ্দেশ্যে?! যা হাদীস নয় তাকে হাদীস বানিয়ে চালিয়ে দেওয়া যেমন অন্যায়, তেমনি যা হাদীস তাকে অস্বীকার করাও মহা অন্যায়। দেখুন, লিসানুল মিযান, ইবনে হাজার আসকালানী, হাজ্জাজ ইবনে আবি যিয়াদের তরজমা, তরজমা নং ৭৮৭।

৩২. সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৩৭৫।

(তিন) হযরত আউস ইবনে আউস রা. থেকে

হযরত আউস ইবনে আউস রা. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ قُبِضَ، وَفِيهِ النَّفْخَةُ، وَفِيهِ الصَّعْقَةُ، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ" قَالَ: قَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرِمْتَ؟ يَقُولُونَ: بَلِيتَ، فَقَالَ: "إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ".

'তোমাদের শ্রেষ্ঠ দিনগুলোর একটি হল জুমার দিন। এ দিনেই আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ দিনেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। এ দিনেই শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে, আর এ দিনেই সকল প্রাণী মৃত্যুবরণ করবে। সুতরাং এ দিনে তোমরা আমার প্রতি বেশি করে সালাত ও সালাম পাঠাও। তোমাদের সালাত আমার কাছে পেশ করা হবে। সাহাবাগণ বললেন, আমাদের সালাত আপনার কাছে কীভাবে পেশ করা হবে, তখন যে আপনি (মাটির সাথে মিশে) ক্ষয়প্রাপ্ত (নিঃশেষিত) হয়ে যাবেন? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা মাটির জন্য নবীগণের দেহ খাওয়াকে হারাম করে দিয়েছেন'।[৩৩]

অর্থাৎ কবরে নবীগণের দেহ দুনিয়ায় জীবিত মানুষের মতই অক্ষত থাকে। এর সাথে রূহের গভীর সম্পর্কও থাকে। ফলে কবরে থেকেও সালাত ও সালাম পাওয়াতে কোনো অসুবিধা হবে না।[৩৪]

---

৩৩. হাদীসের সনদ ও রাবী পরিচিতি:

وإسناده :حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ (بن مروان الجمال، روى عنه الجماعة سوى البخاري. قال في «السير» : الإمام الحافظ الحجة) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ (الجعفي الإمام الحافظ من رجال الشيخين)، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ(الإمام الحافظ من رجال الجماعة) عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ (شراحيل بن آدة، ثقة من رجال الجماعة غير البخاري)

৩৪. সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১০৪৭; সহীহ ইবনে খুযাইমা, ৩/১১৮ হাদীস ১৭৩৩; মুসতাদরাকে হাকেম, ১/২৭৮, হাদীস ১০২৯; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১৬১৬২।

হাদীসটিকে যারা সহীহ বলেছেন

১. ইমাম হাকেম নিশাপুরী রাহ. বলেন, হাদীসটি বুখারীর শর্তানুযায়ী সহীহ। [মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস ১০২৯]

২. ইমাম যাহাবী রাহ. হাকেমের সমর্থন করেছেন। [তালখীসুল মুসতাদরাক লিল ইমাম আয-যাহাবী, আলমুসতাদরাক, হাদীস ১০২৯]

৩. ইমাম নববী রাহ. [আল-আযকার, হাদীস ৩৩২]

৪. হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রাহ. [নাতাইজুল আফকার ৪/১৮]

৫. হাফেজ ইবনুল কায়্যিম রাহ.। তিনি বলেন, যে এ হাদীসের সনদে গভীর দৃষ্টি দেবে, তার মধ্যে এটি সহীহ হওয়ার বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকবে না। কেননা এর বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত ও প্রসিদ্ধ, ইমামগণ তাঁদের হাদীস গ্রহণ করেছেন।[৩৫] [জিলাউল আফহাম পৃ. ৮১-৮৫; যাদুল মা'আদ ১/৩৫৪]

৬. হাফেজ ইবনে কাসীর রাহ. [তাফসীরে ইবনে কাসীর, সূরা আহযাব, ৩/৫১৪]

৭. হাফেজ ইবনে আব্দুল হাদী [আছছারিমুল মুনকী পৃ. ২১০][৩৬]

৮. শায়খ শুআইব আরনাউত [এর সনদ সহীহ, মুসনাদে আহমদের টীকা, ২৬/৮৪ হাদীস ১৬১৬২]

৯. ড. মুছতাফা আজমী [সহীহ ইবনে খুযাইমার টীকা, হাদীস ১৭৩৩]

১০. শায়খ নাসীরুদ্দীন আলবানী রাহ. [সিলসিলাতুস সহীহা, হাদীস ১৫২৭; সহীহু আবি দাউদ, সহীহুত তারগীব, তাখরীজুল মিশকাত ইত্যাদি]

১১. গাইরে মুকাল্লিদ আলেম উবাইদুর রহমান মোবারকপুরী [মিরআতুল মাফাতীহ] [৩৭]

---

৩৫. ইবনুল কায়্যিম বলেন,

ومن تأمل هذا الإسناد لم يشك في صحته، لثقة رواته وشهرتهم وقبول الأئمة أحاديثهم.

৩৬. ইবনু আব্দিল হাদী বলেন,

فعلى هذا يكون الحديث الذي رواه حسين الجعفي عن ابن جابر عن أبي الأشعث عن أوس حديثاً صحيحاً، لأن رواته كلهم مشهورون بالصدق والأمانة والثقة والعدالة، ولذلك صححه جماعة من الحفاظ كأبي حاتم بن حبان، والحافظ عبد الغني المقدسي، وابن دحية وغيرهم، ولم يأت من تكلم فيه وعلله بحجة بينة. «الصارم المنكي ص ٢١٠»

৩৭. উবাইদুর রহমান মোবারকপুরী বলেন,

১২. শাওকানী রাহ. [তুহফাতুয যাকিরীন]

১৩. শায়েখ বিন বায [ফাতাওয়া নূরুন আলাদ দারব ১/৯৩]

১৪. শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহ. হাদীসটি দলিল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। [মাজমুউল ফাতাওয়া- ৪/২৯৬, ২৬/১৪৭, আল-ফুরকান পৃ. ৩৩৬]

উল্লেখ্য যে, কোনো কোনো মুহাদ্দিস একটি ভুল ধারণাবশত হাদীসটিকে মা'লূল বা দুর্বল আখ্যায়িত করেছিলেন। কিন্তু যেহেতু এর ভিত্তি ছিল ভুল তাই এ হাদীস বিষয়ে তাদের বক্তব্য অগ্রহণযোগ্য। এর বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন, ইবনুল কায়্যিম, ইবনু আব্দিল হাদী, শায়খ শুআইব আরনাউত, শায়খ নাসীরুদ্দীন আলবানী ও গাইরে মুকাল্লিদ আলেম উবাইদুর রহমান মুবারকপুরী প্রমুখ। সুতরাং বলা যায় এ হাদীসটিও মুহাদ্দিসীনে কেরামের সর্বসম্মতিক্রমে সহীহ।

হাদীসের অর্থ ও মর্ম

ইবনে তাইমিয়া রাহ. হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন,

> فأخبر أنه يسمع الصلاة والسلام منا لقريب وأنه يبلغه ذلك منا لبعيد.

> এ হাদীসে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিয়েছেন, তিনি নিকটবর্তী ব্যক্তির কাছ থেকে সালাত ও সালাম শুনেন, আর দূরবর্তী ব্যক্তিদের কাছ থেকে সালাত ও সালাম তাঁর কাছে পৌঁছে।[৩৮]

সৌদী আরবের শায়খ আব্দুর রহমান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে কাসেম আন-নাজদী রাহ. (মৃত্যু ১৩৯২) ইবনে তাইমিয়া রাহ-এর এ বক্তব্যটিই সমর্থনপূর্বক উল্লেখ করেছেন।[৩৯]

فالحق أن الحديث صحيح، ومن قال إنه ضعيف أو منكر، فكأنه اشتبه الأمر عليه لظنه أن الحديث من رواية ابن تميم. وقال ابن دحية: إنه صحيح بنقل العدل عن العدل، ومن قال: إنه منكر أو غريب لعلة خفية به، فقد استروح؛ لأن الدارقطني ردها.

৩৮. মাজমুউল ফাতাওয়া ২৬/১৪৭।

৩৯. আর-রাউজুল মুরবি এর টীকা ৪/১৯৩

ইবনে তাইমিয়া রাহ. বলেন,

> উপরিউক্ত ব্যাখ্যাটি যথার্থ। কেননা, সাহাবায়ে কেরাম মনে করলেন, যার কাছে সালাত ও সালাম পেশ করা হবে তাঁকে তো স্বশরীরে জীবিত থাকতে হবে। আর মৃত্যুর পর তো সকলের ন্যায় নবীও মাটির সাথে মিশে যাবেন। তাহলে কীভাবে তাঁর কাছে সালাম পেশ করা হবে? উত্তরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'নবীদের দেহ মাটির জন্য হারাম'। অর্থাৎ আমি স্বশরীরেই জীবিত থাকব। কারণ যদি নবীজীর উদ্দেশ্য হত রূহের জগতে রূহের কাছে সালাম পেশ করা হবে, তাহলে তিনি বলতেন, সালাম তো রূহের কাছে পাঠানো হবে, দেহ মাটির সাথে মিশে যাওয়ার সাথে এর সম্পর্ক কী? তাছাড়া কবর থেকে সালাত ও সালাম শুনতে পাওয়ার বিষয়টি আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত অন্য একটি শক্তিশালী হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত যার বিবরণ সামনে আসছে।

এ হাদীসটি ভিন্ন সনদে হযরত আবুদ-দারদা রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে। তাতে রয়েছে- فنبي الله حي يرزق

> "সুতরাং আল্লাহর নবী জীবিত এবং রিযিকপ্রাপ্ত"।[৪০]

এ বর্ণনার সকল রাবী নির্ভরযোগ্য।[৪১] হাফেজ বূসিরী (মিসবাহুয যুজাজায়) ইমাম

---

৪০. সুনানে ইবনে মাযাহ, হাদীস ১৬৩৭।

৪১. হাদীসের সনদ ও রাবী পরিচিতি:

قال ابن ماجه (١٦٣٧): حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوادٍ الْمِصْرِيُّ (من رجال مسلم) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، (الثلاثة حفاظ من رجال الجماعة) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَيْمَنَ (من رجال ابن ماجه ذكره ابن حبان في الثقات وقال في التقريب : مقبول) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نَسَيٍّ (قال الذهبي في السير : الإمام، وقال ابن حجر في التقريب : ثقة فاضل) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، وقد رواه المزي في «تهذيب الكمال» عن حرملة بن يحيى عن ابن وهب به. قال البخاري في «التاريخ» : زيد بن أيمن عن عبادة بن نسي مرسل.

قلت : توفي عبادة بن نسي سنة ١١٨هـ، وزيد بن أيمن من الطبقة السادسة كما في التقريب، وهذا طبقة من يمكن له أن يسمع من عبادة بن نسي وأقرانه. وقد روى سعيد بن هلال الذي روى هذا الحديث عن زيد بن أيمن عمن هو أكبر من عبادة بن نسي. فلعل البخاري سماه مرسلا على مذهبه المشهور من عدم ثبوت السماع، وإن كان كما قلت فمذهب الجمهور يدل على اتصاله، والله أعلم بالصواب.

নববী (আল-আযকারে), হাফেজ মুনযিরী (আত-তারগীব ওয়াত-তারহীবে), ইবনে হাজার (তাহযীবুত তাহযীবে যায়েদ ইবনে আইমান-এর আলোচনায়), মুল্লা আলী কারী রাহ. (মিরকাতে) এবং শাওকানী রাহ. (নাইলুল আউতারে) ও শামসুল হক আযীমাবাদী (আওনুল মা'বুদে) এর সনদকে জায়্যিদ তথা উত্তম বলেছেন। বিশেষত হাদীসের মূল অংশটি পূর্বোক্ত আউস ইবনে আউস বর্ণিত সহীহ হাদীস দ্বারা সমর্থিত। আর শেষ অংশটি সূরা বাকারার ১৫৪ নম্বর আয়াত ও সূরা আলে ইমরানের ১৬৯ নম্বর আয়াত দ্বারা সমর্থিত। তাই হাদীসের প্রথম অংশের ন্যায় শেষ অংশটিও সহীহ।

এ হাদীস থেকে স্পষ্ট হল- নবীদের দেহ কবরে দুনিয়ার জীবনের মতই সুসংরক্ষিত রয়েছে। স্বশরীরে জীবিত অবস্থায়ই তাঁর কাছে সালাত ও সালাম পেশ করা হয়। তিনি নিকটবর্তী ব্যক্তির কাছ থেকে সালাত ও সালাম শুনতে পান। এবং শহীদদের মত তাঁরাও আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ রিযিকপ্রাপ্ত হন।

(চার) হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে

হযরত আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ عِنْدَ قَبْرِي سَمِعْتُهُ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ نَائِيًا مِنْهُ أُبْلِغْتُه.

"যে আমার কবরের পাশে আমার উপর সালাত পেশ করে আমি তা শুনি। এবং যে দূরে থেকে আমার উপর দরূদ পড়ে তা আমার কাছে পৌঁছানো হয়"।[৪২]

৪২. কিতাবুস সওয়াব, আবু হাইয়ান ইবনু আবিশ শায়খ ইছফাহানী, ফাতহুল বারী ৬/৬০৫, আল-কাওলুল বাদী পৃ. ১৬০।

হাদীসের সনদ ও রাবী পরিচিতি:

رواه أبو الشيخ في «الثواب» وإسناده كما عند السيوطي في اللآلي المصنوعة : قال أبو الشيخ : حدثنا عبد الرحمن بن أحمد الأعرج حدثنا الحسن بن الصباح (من رجال البخاري، قال أحمد ثقة) حدثنا أبو معاوية (الضرير محمد بن خازم من رجال الشيخين) عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجاله ثقات معروفون غير عبد الرحمن بن أحمد الأعرج الزهري.

قلت : عبد الرحمن بن أحمد الأعرج توفي سنة ٣٠٠ هـ، وروى عن أبي حفص عمر بن زياد الأزدي الزعفراني وحميد بن مسعدة وسلمة بن شبيب وحامد بن المساور وإبراهيم

যারা এ হাদীসকে গ্রহণযোগ্য ও শক্তিশালী বলেছেন-

১. হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রাহ. (ফাতহুল বারী ৬/৬০৫)

২. হাফেজ সাখাবী রাহ. (আল-কওলুল বাদী পৃ. ১৬০)

৩. আল্লামা সুয়ূতি রাহ. (আল-লাআলিল মাছনূআহ ১/২৮৫)

৪. ইবনু আররাক্ব আল-কিনানী (তানযীহুশ্ শরীয়াহ, হাদীস ৫৪০)

৫. শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহ. সম্ভবত এ শক্তিশালী সূত্রটি পাননি। তাই অন্য একটি দুর্বল সূত্র উল্লেখ করে বলেন,

> হাদীসের এ সূত্রে দুর্বলতা সত্ত্বেও বর্ণনাটির বিষয়বস্তু প্রমাণিত। অন্যান্য হাদীস দ্বারা এর সমর্থন পাওয়া যায়।[৪৩][৪৪]

بن أحمد النابتي وروى عنه الحافظ أبو الشيخ ابن حيان وأبو أحمد محمد بن أحمد بن إبراهيم كما قال أبو الشيخ في "طبقات المحدثين بأصفهان" (٥٤١/٣) وأبو نعيم في "أخبار أصفهان" (١١٣/٢)، وقال الذهبي في تاريخ الإسلام (١٩٢/٢٢): عبد الرحمن بن أحمد بن يزيد، أبو صالح الزهري الأصبهاني الأعرج، أخو محمد بن أحمد الزهري، سمع: أبا كريب، وحميد بن مسعدة، ومسلم بن شبيب، وجماعة. وعنه: العسال، وأبو الشيخ، وأحمد بن بندار. توفي سنة ثلاثمائة.

وقال الشيخ محمود سعيد ممدوح في رفع المنارة (ص ٣١٩) ... فغاية ما في الرجل إنه مستور ، وهو على شرط ابن حبان لكن لم أجده في ثقاته . ومثل هذا الصنف من الرواة يقبل الجمهور حديثه ما لم يخالف كما صرح الذهبي بذلك في ترجمة مالك بن الخير الزيادي. وقال الذهبي في ترجمة زياد بن مليك (٢ / ٩٣) : شيخ مستور ما وثق ولا ضعف، فهو جائز الحديث انتهى، وقال في ترجمة الربيع بن زياد الهمداني (٢ / ٤٠) : ما رأيت لاحد فيه تضعيفا ، فهو جائز الحديث انتهى، وتوسع الزركشي فقال في المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر (ص ٦٩) : قال أهل هذا الشأن : إن جهالة الراوى لا توجب قدحا إذا كان من روى عنه ثقة ، فإن روايته عنه تكون تعديلا له انتهى، والحاصل أن رواية من كان هذا شأنه مقبولة ما لم يخالف أو يأت بمتن منكر ، ولا تجد هنا مخالفة ومتن الحديث ليس فيه نكارة . فالحديث بهذا الاسناد مقبول، وقد قال الحافظ أحمد بن الصديق الغمارى في المداوى لعلل المناوى (٦ / ٧٧٢ / ١) إسناده نظيف. انتهى

وذكر له في «اللآلي» شواهد، وقال ابنُ عراق في «تنزيه الشريعة» : (٥٤٠)- [١ : ٣٣٥] ... (قلت:) وسنده جيد كما نقله السخاوي عن شيخه الحافظ ابن حجر والله أعلم. وله شواهد ... من حديث ابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة.

৪৩. মাজমূউল ফাতাওয়া ২৭/১১৬-১১৭, আর-রাদ আলাল আখ্নাঈ, হিদায়াতুর রুওয়াত ফি তাখরীজিল মিশকাত-এর টীকা, আলবানী রাহ. ১/৪২১।

৪৪. ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন,

৬. আল্লামা ইবনু আব্দিল হাদী। তিনিও ইবনে তাইমিয়া রাহ.-এর মত অন্যান্য হাদীস দ্বারা এ হাদীসের বিষয়বস্তু প্রমাণিত সাব্যস্ত করেছেন।[৪৫]

৭. মাহমূদ সাঈদ মামদূহ (রাফউল মানারাহ লিতাখরীজি আহাদীসিত তাওয়াসসুল ওয়ায্ যিয়ারাহ)

কোনো কোনো মুহাদ্দিস এ হাদীসের একটি সূত্রকে দুর্বল আখ্যায়িত করেছেন বর্ণনাকারী মুহাম্মদ ইবনে মারওয়ান-এর কারণে। কিন্তু এখানে উল্লিখিত হাদীসটি ভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। এটি আ'মাশ থেকে বর্ণনা করেছেন হাফেজে হাদীস আবু-মুআবিয়া মুহাম্মদ ইবনে খাযেম। এতে দুর্বল বর্ণনাকারী মুহাম্মদ ইবনে মারওয়ান নেই। তাই এ সূত্রে বর্ণিত হাদীসটিকে জাল বলার কোনই প্রমাণ নেই এবং কোনো মুহাদ্দিস এ বর্ণনাকে জাল বলার দুঃসাহস দেখানওনি। সুতরাং যারা মুহাম্মাদ ইবনে মারওয়ান সূত্রে বর্ণিত হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন তাদের বরাতে এখানে উল্লিখিত মুহাম্মদ ইবনে খাযেম সূত্রে বর্ণিত হাদীসটিকে দুর্বল বলার কোনো সুযোগ নেই।

তাছাড়া এ হাদীসে উল্লিখিত সালাত ও সালাম শুনতে পাওয়ার বিষয়টি হযরত আউস ইবনে আউস রা. থেকে বর্ণিত তৃতীয় নম্বরে আলোচিত হাদীসটি দ্বারা সমর্থিত। আর দূরে থেকে সালাত ও সালাম পৌঁছার বিষয়টি অনেক সহীহ হাদীস দ্বারা সমর্থিত।

সুতরাং এ হাদীস থেকে বুঝা গেল— কবরের পাশ থেকে সালাত ও সালাম পেশ করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা সরাসরি শুনতে পান। সরাসরি সালাম শোনার বিষয়টি যারা স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন- শায়েখ ইবনে তাইমিয়া রাহ. ও তাঁর শিষ্যদ্বয় শায়খ ইবনুল কায়্যিম

وهذا الحديث وإن كان معناه صحيحا (لعله يعني في الجملة) فإسناده لا يحتج به، وإنما يثبت معناه بأحاديث أخر، فإنه لا يعرف إلا من حديث محمد بن مروان السدي الصغير عن الأعمش، وهو عند أهل المعرفة بالحديث موضوع على الأعمش. «الرد على الأخنائي» (ص ٢١٠ - ٢١١)

وقال ابن تيمية في «الرد على الأخنائي» وفي «المجموع» ٢٧/١١٦-١١٧ بعد هذا الحديث: وفي إسناده لين. لكن له شواهد ثابتة...

৪৫.

قال ابن عبد الهادي في الصارم المنكي: وليس الاعتماد في سماعه ما يبلغه من صلاة أمته وسلامهم إلا على هذه الأحاديث الثابتة ، فأما ذاك الحديث وإن كان معناه صحيحاً فإسناده لا يحتج به، وإنما يثبت معناه بأحاديث أخر...

রাহ. ও ইবনে আব্দুল হাদী রাহ.। উলামায়ে নাজদের মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আব্দিল ওয়াহ্হাব, আব্দুর রহমান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে কাসেম, মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল লতীফ আলে শায়খ। গাইরে মুকাল্লিদ আলেমদের মধ্যে নবাব সিদ্দীক হাসান, আতাউল্লাহ হানীফ ও ইসমাঈল গায্নাবী প্রমুখ।[৪৬]

স্বাভাবিকভাবেই কারো মনে প্রশ্ন হতে পারে, মাটির নিচ থেকে সালাম কী করে শোনেন? এর উত্তরে দুটি কথা বলা যেতে পারে:

(১) এটি বারযাখের বিষয়। হাদীসে সালাত ও সালাম শুনতে পাওয়ার কথা এসেছে তাই তা বিশ্বাস করা। কিন্তু কীভাবে শুনেন তা আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

(২) তবে এতটুকু যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়াতে জীবিত থাকা অবস্থায়ও অনেক সময় মাটির নিচে কবরে সংঘটিত আযাব শুনতে পেয়েছেন। যা বিভিন্ন সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। তদ্রূপ কবর থেকে উপরের আওয়াজ শুনতে পান। কিন্তু কীভাবে শুনেন বিষয়টি আমাদের উপলব্ধির বাইরের।[৪৭]

(পাঁচ) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

إِنَّ لِلّٰهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ يُبَلِّغُونِي عَنْ أُمَّتِي السَّلَامَ.

"আল্লাহ তাআলার নির্ধারিত একদল ফেরেশতা রয়েছেন যারা দুনিয়াতে ঘুরে বেড়ান এবং আমার উম্মতের সালাম আমার কাছে পৌঁছে দেন"।[৪৮]

যারা এ হাদীসকে সহীহ বলেছেন:

১. ইমাম হাকেম হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। [মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস ৩৫৭৬, ২/৪২১]

---

৪৬. মাকামে হায়াত, ড. খালেদ মাহমূদ পৃ.৫৪৫-৫৫৭।

৪৭. মাকামে হায়াত পৃ.৫৩২-৫৩৩।

৪৮. সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৯১৪।

২. ইমাম যাহাবী রাহ. হাকেমের সমর্থন করেছেন। [মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস ২/৪২১]

৩. হাফেজ ইবনুল কায়্যিম রাহ. একে সহীহ বলেছেন। [জিলাউল আফহাম পৃ.২৪]

৪. শায়খ শুআইব আরনাউত বলেন, হাদীসটি সহীহ মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ। [সহীহ ইবনে হিব্বানের টীকা ৩/১৯৫]

৫. ইবনে তাইমিয়া রহ. হাদীসটি দলিল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। [আল-ফুরকান বাইনা আউলিয়াইর রহমান ওয়া আউলিয়াইশ শাইতান, পৃ. ৩৩৫]

(ছয়) হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে

হযরত আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

لَاتَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، وَلَاتَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا، وَصَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُم.

তোমরা তোমাদের ঘরকে কবর বানিও না। আর আমার কবরে উৎসব করো না (বার্ষিক, মাসিক সাপ্তাহিক কোনো আসরের আয়োজন করো না)। আমার উপর সালাত পাঠাও। কেননা তোমরা যেখানেই থাক তোমাদের সালাত আমার কাছে পৌঁছবে।[৪৯]

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রাহ. বলেন, এর সনদ সহীহ।[৫০]

উপরিউক্ত ৫ ও ৬ নং হাদীস দুটি থেকে বুঝা গেল, দূর থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সালাত ও সালাম পাঠালে তা নবীজীর কবরে পৌঁছে দেওয়া হয়।

(সাত) হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে

হযরত আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

---

৪৯. সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ২০৪২; শুআবুল ঈমান, বায়হাকী, হাদীস ৩৮৬৫।

৫০. ফাতহুল বারী ৬/৬০৬, আরো দেখুন, মাজমুউল ফাতাওয়া, ইবনে তাইমিয়া ২৬/১৪৭

مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ، إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ.

'(মৃত্যুর পর) যে কেউ আমাকে সালাম করবে, সেই আমাকে এ অবস্থায় (জীবিত) পাবে যে, আল্লাহ তাআলা আমার মধ্যে (এর পূর্বেই) রূহ ফিরিয়ে দিয়েছেন। (অর্থাৎ মৃত্যুর পরই আমার রূহ আমার মধ্যে ফিরিয়ে দিয়ে জীবিত করে দেবেন) যাতে আমি তার সালামের জবাব দেই'।[৫১] [৫২]

যারা হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন

ইমাম নববী ও ইমাম সাখাবী রাহ. বলেন, হাদীসটি সহীহ। [রিয়াযুস ছালিহীন; আল-মাকাছিদুল হাসানাহ] শায়খ নাসীরুদ্দীন আলবানী রাহ.ও বর্ণনাটি তাঁর 'আস-সহীহায়' উল্লেখ করেছেন। [সিলসিলাতুস সহীহা, হাদীস ২২২৬] তাছাড়া ইবনে তাইমিয়া রহ. হাদীসটি দলীলরূপে উদ্ধৃত করেছেন। [আল-ফুরকান বাইনা আউলিয়াইর রহমান, পৃ. ৩৩৪]

হাদীসের অর্থ

হাদীসে প্রকৃত অর্থ হল— মৃত্যুর পরই আমার মধ্যে রূহ ফিরিয়ে দিয়ে আল্লাহ তাআলা আমাকে জীবিত করবেন। আর এ জীবন কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী হবে। ফলে যে কেউ আমাকে সালাম করলেই জীবিত পাবে। আমি তার সালামের জবাব দেব। উল্লেখ্য যে, হাদীসের বাহ্যিক অর্থ হল— যখনই কেউ আমাকে সালাম করবে তখনই আমার মধ্যে রূহ ফিরিয়ে দেওয়া হবে। যার অর্থ দাঁড়ায়, পূর্বে আমি মৃত ছিলাম। কিন্তু এ অর্থ সঠিক নয়। কারণ, 'আল্লাহ তাআলা আমার রূহ আমার মধ্যে ফিরিয়ে দেন' এ কথার অর্থ যদি হয়, 'এর পূর্বে আমি মৃত ছিলাম', তাহলে পূর্ববর্তী সকল হাদীসের সাথে এ হাদীসটি সাংঘর্ষিক হয়ে যায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি শুধু সালামের উত্তর দেওয়ার জন্য জীবিত হন, তাহলে 'নবীগণ কবরে জীবিত নামায আদায় করেন'- মর্মে বর্ণিত হাদীসের কী অর্থ বাকী থাকে। অথচ সবগুলোই নবীজী সাল্লাল্লাহু

৫১. সুনানে আবু দাউদ হা.২০৪১।

৫২. হাদীসটির মারাত্মক ও হাস্যকর ভুল তরজমা করা হয়েছে- তাবলীগ জামাত ও দেওবন্দীগণ বইয়ে পৃ. ৯১

আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা। তাই এগুলোর এমন অর্থই করতে হবে যাতে সংশ্লিষ্ট হাদীসগুলো পরষ্পরে সাংঘর্ষিক না হয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

হাদীসের উল্লিখিত অর্থটি করেছেন শাস্ত্রের ইমাম বাইহাকী রাহ. তাঁর 'হায়াতুল আম্বিয়া' গ্রন্থে ও হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রাহ. 'ফাতহুল বারী' গ্রন্থে। আল্লামা সুয়ূতী রাহ. আরবী ব্যাকরণ শাস্ত্র ও হাদীসের বর্ণনার আলোকে এ ব্যাখ্যার যৌক্তিকতা ও যথার্থতা তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন হাদীসের শেষাংশের মূল রূপ হল- (إلا وقد رد الله علي روحي)। আল্লামা ইবনে হাজার হায়তামী রাহ.ও এটিকে হাদীসের যথার্থ অর্থ বলে উল্লেখ করেছেন।[৫৩] বিশেষ করে এধরনের হাদীসের ক্ষেত্রে শাস্ত্রীয় রীতি হল নিজে নিজে অর্থ না করে বিজ্ঞ ইমামদের কৃত অর্থ ও ব্যাখ্যাকে প্রাধান্য দেওয়া।

অবশ্য এ হাদীসের আরো বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য দেখতে পারেন- ফাতহুল বারী, ইবনে হাজার, আল-কাউলুল বাদী, সাখাবী, আল-বাদরুল মুনীর-লিল ইমাম ইবনুল মুলাক্কিন, ইম্বাহুল আযকিয়া, সুয়ূতী।

সুতরাং হাদীসটি থেকে বুঝা যায়— প্রথমত নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরে স্বশরীরে জীবিত। যে জীবনে দেহের মধ্যে রূহ বিদ্যমান থাকে। এ জীবন কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী থাকবে। দ্বিতীয়ত 'যে কেউ তাঁকে সালাম দেয় তিনি উত্তর দেন'- কথা থেকে বুঝা যায় তিনি সালাম সরাসরি শুনেন এবং উত্তর দেন। তাছাড়া এ বিষয়টিও সকলেরই জানা যে, দিন রাত সর্বাবস্থায়ই কবরের নিকট থেকে ও দূর থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর সালাত ও সালাম অব্যাহত থাকে। সারাক্ষণ কেউ না কেউ কোন না কোনভাবে সালাত ও সালাম পেশ করতে থাকে। আর নবীজী এর উত্তর দিতে থাকেন। সুতরাং সব সময় যেহেতু সালাত ও সালাম চলতেই থাকে তাই এ হাদীসের বহ্যিক অর্থ ধরলেও বলতে হবে নবীজী কবরে জীবিত।

৫৩. আল-হাবী, সুয়ূতী রহ. পৃ. ৫৫৭, ৫৬১; ফাতহুল বারী ৬/৬০৬; আল-ফাতাওয়াল কুবরা, লিল হাইতামী ২/১৩৫ হজ্ব অধ্যায়; মাকামে হায়াত পৃ.৪৩৫

হায়াতুল আম্বিয়ার উপর উম্মতের ইজমা

ইজমা শরীয়তের একটি শক্তিশালী দলিল। কুরআনের ভাষায় যাকে 'সাবীলুল মুমিনীন'ও বলা হয়।[৫৪] কোন বিষয়ে ইজমা হওয়া না হওয়া বিষয়ে ইমাম ও মুহাক্কিক উলামাদের বক্তব্য বিশেষ গুরুত্ব রাখে। আলোচ্য বিষয়ে হাফেজ সাখাবী রাহ. বলেন, হায়াতুল আম্বিয়া বিষয়ের উপর পুরো উম্মতের ইজমা রয়েছে। হাফেজ ইবনে হাজার মাক্কী আল-হাইতামী রাহ.ও তাই বলেছেন।[৫৫]

হায়াতুল আম্বিয়ার আকীদা বিষয়ে কয়েকজন ইমাম ও আলেমের উদ্ধৃতি

যেহেতু কুরআন-সুন্নাহয় স্পষ্ট ভাষায় নবীগণ কবরে জীবিত থাকার বিষয় রয়েছে, তাই সকল সাহাবা-তাবেঈন ও ইমামগণই এ বিষয়ে একমত ছিলেন। তবে প্রসঙ্গে ও অপ্রসঙ্গে এ বিষয়ে যারা স্পষ্ট উক্তি করেছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ.। তিনি বলেন,

> শহীদগণ জীবিত, রিযিকপ্রাপ্ত হন। শহীদরা নিহত হওয়ার পরও জীবন্ত অবস্থায় তাদের রিযিক গ্রহণ করেন। নবীগণ তাদের কবরে জীবিত ও নামায আদায় করেন।[৫৬][৫৭]

তাদের মধ্যে আরো রয়েছেন—

১. ইমাম বাইহাকী (৪৫৮ হি.) (আল-ইতিকাদ ও হায়াতুল আম্বিয়া)

---

৫৪. সূরা নিসা- আয়াত নং ১১৫

৫৫. আল-কাওলুল বাদী পৃ. ৩৪৯; আল-ফাতাওয়াল কুবরা লিল হাইতামী ২/১৩৫, হজ্ব অধ্যায়; হিদায়াতুল হায়রান; মাযাহেরে হক্ব; আনওয়ারে মাহমূদ।

৫৬. আল-আকীদাহ, আবু বকর আল-খাল্লালের বর্ণনা পৃ. ১২১, আল-আকীদাহ, আবুল ফযল আত-তামীমী

৫৭. ইমাম আহমাদ রহ, বলেন,

الشهداء أحياء يرزقون، ويقول: إن الشهداء بعد القتل باقون، يأكلون أرزاقهم، وكان يقول: إن الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون.

২. ইমাম কুরতুবী (৬৫৬ হি.) (আল-মুফহিম)

৩. শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (৭২৮ হি.) (মাজমুউল ফাতাওয়া)

৪. ইমাম যাহাবী (৭৪৮ হি.)

৫. শাইখুল ইসলাম ইবনে হাজার আসকালানী (৮৫২ হি.) (ফাতহুল বারী)

৬. ইমাম সাখাবী (৯০২ হি.) (আল-কাউলুল বাদী)

৭. আল্লামা সুয়ূতী (৯১১ হি.) (ইমবাহুল আযকিয়া লিহায়াতিল আম্বিয়া ও শারহু সুনানিন নাসাঈ)

৮. মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ ছালেহী (৯৪২ হি.) (সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ)

৯. ইবনে হাজার হাইতামী (৯৭৪ হি.) (আলফাতাওয়াল কুবরা)

১০. আল্লামা কাসতাল্লানী (৯২৩ হি.) ও আল্লামা যুরকানী (১১২২ হি.) (শারহুয যুরকানী আলাল-মাওয়াহিব)

১১. আল্লামা শাওকানী (১২৫০ হি.) (নাইলুল আউতার)

১২. শায়খ বিন বায (১৪২০ হি.) (ফাতাওয়া নূরুন আলাদ্ দারব)

১৩. শায়খ মুহাম্মদ বিন ছালেহ আল-উসাইমীন (১৪২১ হি.) (তাফসীরুল কুরআন)

১৪. শায়খ ইসহাক ইবনে আব্দির রাহমান ইবনে হাসান আন্নাজ্দী (আদ্দুরারুস সানিয়্যাহ)

১৫. শায়খ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ

গাইরে মুকাল্লিদ আলেমদের মধ্যে-

১৬. মিয়া নযীর হুসাইন দেহলবী (আল-হায়াত বা'দাল মামাত)

১৭. ওহীদুয যামান হায়দারাবাদী (হাদিয়্যাতুল মাহদী)

১৮. নবাব ছিদ্দীক হাসান খান (১৩০৭ হি.)

১৯. শামসুল হক আজীমাবাদী (১৩২৯ হি.) (আউনুল মা'বূদ)

২০. উবায়দুর রহমান মুবারকপুরী (১৪১৪ হি.) (মিরআতুল মাফাতীহ) প্রমুখ। (মাকামে হায়াত, পৃ.৬২৩-৬২৭)

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ও তাঁর শিষ্যদ্বয় ইবনুল কায়্যিম ও যাহাবী রাহ.-এর কিছু উদ্ধৃতি নিম্নে তুলে ধরা হল:

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহ.

১. ইবনে তাইমিয়া রাহ. বলেন-

فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك، فهذه نصوصه الصريحة توجب تحريم اتخاذ قبورهم مساجد، مع أنهم مدفونون فيها، وهم أحياء في قبورهم، ويستحب إتيان قبورهم للسلام عليهم.

"...এ ধরনের হাদীসের সুস্পষ্ট উক্তি দ্বারা নবীদের কবরকে মসজিদ বানানো হারাম সাব্যস্ত হয়। তবে এ কথা সত্য যে, তারা তাতে সমাহিত আছেন এবং তাঁরা তাঁদের কবরে জীবিত। তাদের কবরে সালাম দেওয়ার জন্য উপস্থিত হওয়া মুস্তাহাব "।[৫৮]

২. তিনি বলেন,

"নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- "নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা মাটির জন্য নবীগণের দেহকে গ্রাস করা হারাম করে দিয়েছেন'। এ হাদীসে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তিনি নিকটবর্তী ব্যক্তির কাছ থেকে সালাত ও সালাম শুনেন, আর দূরবর্তী ব্যক্তিদের কাছ থেকে তাঁর কাছে সালাত ও সালাম পৌঁছে।[৫৯]

৩. শায়খ আব্দুল্লাহ বিন ছালেহ বিন আব্দিল আযীয হায়াতুল আম্বিয়া বিষয়ে ইবনে তাইমিয়া রাহ.-এর আক্বীদার বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন,

"নবীগণ কবরে জীবিত। তাদের জীবন শহীদদের জীবনের চেয়ে আরো পরিপূর্ণ।[৬০]

---

৫৮. মাজমুউল ফাতাওয়া, ২৭/৫০২

৫৯. মাজমুউল ফাতাওয়া ২৬/১৪৭, আরো দেখুন, মাজমুউল ফাতাওয়া ৪/২৯৬; আর-রাদ আলাল আখনাঈ পৃ. ১৩১; জামিউ মাসাইলি ইবনে তাইমিয়া, ইশরাফ, বকর আবু যায়েদ ৩/১০৬ ৪/১৯১

৬০. সূরা বাকারা ১৫৪, সূরা আলে ইমরান ১৬৯।

ইবনে তাইমিয়া রাহ.-এর উপর অপবাদ আরোপকারীদের এ কথা যে, তিনি 'হায়াতুল আম্বিয়া'য় বিশ্বাস করেন না- একেবারেই মিথ্যা। বরং তিনি নবীদের কবরে জীবিত থাকার বিষয় সুস্পষ্টভাবে বলেছেন। ...হায়াতুল আম্বিয়ার দলিল হল নবীজীর হাদীস- 'নবীরা কবরে জীবিত'।... [৬১][৬২]

ইবনুল কায়্যিম রাহ.

ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন,

মৃত্যুর পর শহীদগণ তাঁদের রবের কাছে জীবিত এবং রিযিকপ্রাপ্ত ও আনন্দিত। এটি দুনিয়ায় জীবিত মানুষের বৈশিষ্ট্য। শহীদদের অবস্থাই যেহেতু এমন তো নবীগণ তো এর আরো বেশি হকদার। পাশাপাশি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সহীহ সূত্রে প্রমাণিত যে, মাটি নবীদের দেহ খায় না। ... অনুরূপ বর্ণনাগুলোর সারকথা হল, এটা নিশ্চিত যে, নবীগণের মৃত্যুর অর্থ তাঁদেরকে আমাদের থেকে এমনভাবে আড়াল করে নেওয়া হয়েছে যে, আমরা অনুধাবন করতে পারি না, যদিও তারা বিদ্যমান (জীবিত)। যেমন-

৬১. দা'আবিল মুনাবীন লিশাইখিল ইসলাম পৃ.২৯৪।

৬২.

السادسة: أن الأنبياء أحياء في قبورهم، وحياتهم أكمل من حياة الشهداء، إذ أثبت الله – سبحانه – حياة الشهداء بقوله: وَلا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لا تَشْعُرُونَ﴾ [البقرة: ١٤] ، وقال: وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَرَبِّهِمْ يُرْزَقُون.(آل عمران: ١٦٩) .أما المفترون على ابن تيمية رحمه الله بأنه لا يرى حياة الأنبياء فهذا باطل، بل هو صرح بحياتهم في قبورهم، لكن لما لم يوافقهم رحمه الله على ما ابتدعوه في الدين من جواز التوسل به بعد موته، أو الاستغاثة به، قالوا: بأنه لا يرى حياة الأنبياء في قبورهم؛ لأن هذا لازم حياة الأنبياء، كما يزعمون. قال ابن تيمية رحمه الله بعد أن تحدث عن تحريم اتخاذ قبور الأنبياء مساجد مستدلاً بكلام الرسول صلّى الله عليه وسلّم: (فهذه نصوصه الصريحة توجب تحريم اتخاذ قبورهم مساجد، مع أنهم مدفونون فيها، وهم أحياء في قبورهم) (ودليل حياة الأنبياء في قبورهم، قوله صلّى الله عليه وسلّم: الأنبياء أحياء في قبورهم (٣٤٦)

ফেরেশতাগণ জীবিত কিন্তু তুমি তাদেরকে দেখতে পাবে না।[৬৩][৬৪]

ইমাম শামসুদ্দীন যাহাবী রাহ.

ওয়াকী ইবনুল জাররাহ-এর জীবনীতে প্রাসঙ্গিক আলোচনায় ইমাম যাহাবী রাহ. বলেন,

> “সাধারণ মৃতদের দেহ নষ্ট হয়ে যাওয়া, দুর্গন্ধ সৃষ্টি হওয়া এবং মাটিতে মিশে যাওয়ার মত নবীদের দেহেও তাই ঘটে এমন বিশ্বাস রাখা নিষেধ। বরং এক্ষেত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমস্ত উম্মত থেকে ভিন্ন। তাঁর দেহ পঁচবেও না, মাটিতেও খাবে না এবং শরীরের ঘ্রাণও পরিবর্তন হবে না। বরং তিনি এখনো এবং সব সময়ই মিশক থেকে বেশি সুগন্ধিপূর্ণ। তিনি তাঁর কবরে জীবিত; বারযাখে তাঁর প্রাপ্য জীবনই তিনি পেয়েছেন যা সমস্ত নবীগণের চেয়েও পূর্ণাঙ্গতম। আর নবীদের হায়াত নিঃসন্দেহে শহীদদের

---

৬৩. ইবনুল কায়্যিম রহ. এর আলোচনার আরবী নসঃ

أن الشهداء بعد قتلهم وموتهم أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين مستبشرين، وهذه صفة الأحياء في الدنيا وإذا كان هذا في الشهداء كان الأنبياء بذلك أحق وأولى، مع أنه قد صح عن النبي أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، وأنه اجتمع بالأنبياء ليلة الإسراء في بيت المقدس وفي السماء وخصوصا بموسى، وقد أخبر بأنه ما من مسلم يسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام، إلى غير ذلك مما يحصل من جملته القطع بأن موت الأنبياء إنما هو راجع إلى أن غيبوا عنا بحيث لا ندركهم وإن كانوا موجودين أحياء وذلك كالحال في الملائكة فإنهم أحياء موجودون ولا تراهم. «الروح» (ص ٣٦)

وجاء (ص ٤٤) : ومعلوم بالضرورة أن جسده في الأرض طري مطرا وقد سأله الصحابة كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت فقال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء ولو لم يكن جسده في ضريحه لما أجاب بهذا الجواب. وقد صح عنه أن الله وكل بقبره ملائكة يبلغونه عن أمته السلام. وصح عنه أنه خرج بين أبي بكر وعمر وقال هكذا نبعث، هذا مع القطع بأن روحه الكريمة في الرفيق الأعلى في أعلى عليين مع أرواح الأنبياء، وقد صح عنه أنه رأى موسى قائما يصلى في قبره ليلة الاسراء ورآه في السماء السادسة أو السابعة فالروح كانت هناك ولها اتصال بالبدن في القبر وإشراف عليه وتعلق به بحيث يصلي في قبره ويرد سلام من سلم عليه وهي في الرفيق الأعلى، ولا تنافي بين الأمرين فإن شأن الأرواح غير شأن الأبدان...

৬৪. কিতাবুর রূহ পৃ. ৩৬, ৪৪, আরো দেখুন, জিলাউল আফহাম।

হায়াতের চেয়ে পূর্ণাঙ্গতর ও উন্নততর যা কুরআনে স্পষ্ট উক্তিতেই বলা হয়েছে- "শহীদগণ রবের কাছে জীবিত ও রিযিকপ্রাপ্ত"। (আলে ইমরান : ১৬৯) বর্তমানে আলমে বরযাখে তাঁদের (নবীদের) জীবন সত্য। কিন্তু তা সবদিক থেকে দুনিয়ার জীবনের মত নয়, আবার জান্নাতের জীবনের মতও নয়। বরং আসহাবে কাহফের জীবনের সাথে তাঁদের জীবনের কিছুটা মিল পাওয়া যায়"।[৬৫] [৬৬]

---
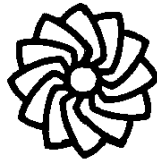
৬৫. ইমাম যাহাবী রহ. এর আলোচনার আরবী নস:

وإنما المحذور أن تجوز عليه تغير سائر موتى الآدميين ورائحتهم وأكل الارض لأجسادهم، والنبي صلى الله عليه وسلم فمفارق لسائر أمته في ذلك، فلا يبلى، ولا تأكل الأرض جسده، ولا يتغير ريحه، بل هو الآن، وما زال أطيب ريحا من المسك، وهو حي في لحده، حياة مثله في البرزخ، التي هي أكمل من حياة سائر النبيين، وحياتهم بلا ريب أتم وأشرف من حياة الشهداء الذين هم بنص الكتاب (أحياء عند ربهم يرزقون) (آل عمران: ١٦٩) وهؤلاء حياتهم الآن التي في عالم البرزخ حق، ولكن ليست هي حياة الدنيا من كل وجه، ولا حياة أهل الجنة من كل وجه، ولهم شبه بحياة أهل الكهف. «السير» في ترجمة وكيع ابن الجراح:

৬৬. সিয়ারু আলামিন নুবালা ৮/৯৯।

হায়াতুল আম্বিয়া বিষয়ে কয়েকটি প্রশ্ন

১.'হায়াতুল আম্বিয়া বা হায়াতুন্নবী' পরিভাষাটা কি ভারতীয়?

জনৈক ব্যক্তি বলেন[৬৭]– 'হায়াতুন্নবী' অর্থ সীরাতুন্নবী। মৃত্যু পরবর্তী বিশেষ জীবন অর্থে 'হায়াতুল আম্বিয়া' পরিভাষা নাকি ভারতীয়দের দেওয়া। আরব আলেমরা 'হায়াতুল আম্বিয়া' পরিভাষা বুঝেনই না। এ কারণে এ পরিভাষা পরিত্যাগ করা উচিত।

আমি বলব যাদের এমন ধারণা রয়েছে তাদের জানা থাকা উচিত যে, নবীগণের কবরে জীবিত থাকা অর্থে 'হায়াতুল আম্বিয়া' পরিভাষাটির ব্যবহার অনেক পুরানো। হাজার বছর আগে হাদীস শাস্ত্রের ইমাম বাইহাকী রাহ. রচিত এ বিষয়ের গ্রন্থের নামই তো হল, 'হায়াতুল আম্বিয়া'। অতঃপর বিখ্যাতদের মধ্যে ইবনে তাইমিয়া, ইবনে হাজার আসকালানী, জালালুদ্দীন সুয়ূতী, মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ ছালেহী, ইবনে হাজার হাইতামী প্রমুখের মত বড় বড় ইমাম, মুহাদ্দিস ও ফকীহগণ নির্দ্বিধায় এ পরিভাষা ব্যবহার করেছেন। সুতরাং এ পরিভাষা বুঝতে না পারা জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা বৈ কিছু না। আর 'হায়াতুল আম্বিয়া'-কে ভারতীয় পরিভাষা বলা তো রীতিমত হাস্যকর বিষয়। কারণ উল্লিখিত যারা হায়াতুন্নবী পরিভাষাটি ব্যবহার করেছেন তাদের কেউই ভারতীয় নন।

মূলত 'হায়াতুল আম্বিয়া' পরিভাষাটি সরাসরি হাদীস থেকে নেওয়া। হাদীসে বলা হয়েছে– 'আল-আম্বিয়াউ আহ্ইয়াউন্ ফী কুবূরিহিম'– নবীগণ কবরে জীবিত। এর একবচন 'আন্নবীই-উ হাইউন্ ফি কবরিহী'– নবী কবরে জীবিত। আর কোরআনে শহীদদের জন্য স্পষ্টভাষায় আর নবীদের জন্য ইঙ্গিতে বলা

---

৬৭. অনেককেই এধরনের কথা বলতে শোনা যায়। তাই এখানে ব্যক্তি উহ্য রেখে কথা বলা হয়েছে। তন্মধ্যে শেখ আকরামুজ্জামানকে আমি সরাসরি একথা বলতে শুনেছি।

হয়েছে– 'তাদের মৃত বলো না'। বরং বলা হয়েছে– 'তাদের মৃত মনেও করো না'। সুতরাং তাঁদের জীবিত মনে করা ও বলাতে কোনো দোষ থাকতে পারে না। লক্ষ্য করুন, একজন জীবন্ত মানুষকে মৃত বলতে কুরআনে-হাদীসে কোথাও নিষেধ করা হয়নি। তবুও কোনো জীবন্ত মানুষকে মৃত বলাটাকে অন্যায় মনে করা হয়। অথচ এ জীবন্ত মানুষটাই শহীদ হওয়ার পর তাকে মৃত বলতে কুরআনে নিষেধ করা হয়েছে। কেউ যদি জেদ করে বলে আমি শহীদকে মৃত বলবই। তাহলে সে কুরআনের সুস্পষ্ট নিষেধ অমান্য করল। নবীদের জীবন তো শহীদদের চেয়ে আরো পূর্ণাঙ্গ ও উন্নত। হাদীসে তাদেরকে জীবিত বলা হয়েছে। তাই কেউ যদি বলে, না আমি তাদেরকে মৃত বলব তাহলে সে এ হাদীসের অবাধ্য হল বৈ কি?

২. নবীগণের কবরের জীবনের সাথে দুনিয়ার জীবনের কি কোনোই সাদৃশ্য নেই?

কেউ কেউ বলেন– 'মৃত্যুর পর নবীগণ জীবিত এটা মানি। কিন্তু কবর বারযাখের জগত। সে জগত সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না। আর বারযাখের জীবনের সাথে দুনিয়ার জীবনের কোনো মিল নেই। এর সাথে দুনিয়ার জীবনের কোনোই সাদৃশ্য নেই। কুরআনে বলা হয়েছে–

﴿وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَحْيَآءُ وَلَا ٱلْأَمْوَٰتُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَآءُ ۖ وَمَآ أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِى ٱلْقُبُورِ﴾

> জীবিত (মুমিন) ও মৃত (অবিশ্বাসী) সমান নয়। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা কথা শুনিয়ে দেন। যারা কবরে আছে তুমি তাদেরকে কথা শোনাতে পারবে না। [সূরা ফাতির (৩৫) ২২]

আসলে এটি হল কৌশলে নবীগণের কবরের জীবনকে অস্বীকার করা বা তুচ্ছ করে দেখার একটি মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ। অন্যথায় এ কথার কোনো দালিলিক ভিত্তি নেই। কারণ–

ক. 'বারযাখ্' অর্থ দুই বস্তুর মধ্যবর্তী প্রতিবন্ধক বা পর্দা। কারো কারো মতে মৃত্যু থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত সময়টাকেই বারযাখ বলে। তাই বারযাখে যাওয়া মানে এমন আড়ালে চলে যাওয়া যেখান থেকে আমরা সরাসরি কিছু

দেখতেও পারি না, জানতেও পারি না। কিন্তু কুরআন-সুন্নাহর মাধ্যমে বারযাখের কোনো বিষয় যখন জানা হয় তখন তা বিশ্বাস করে মেনে নিতে হয়। বারযাখের কথা বলে এ বিষয়ে কিছু জানি না, বা কোনো মাণিত বিষয়কে অস্বীকার করার কোনো সুযোগ থাকে না। তদ্রূপ নবীগণও মৃত্যুর পর বারযাখে প্রবেশ করেছেন বলে তাদের সেখানকার কোনো অবস্থা আমাদের জানার কথা নয়। কিন্তু কুরআন-সুন্নাহ থেকে জেনেছি- তাঁরা কবরে স্বশরীরে জীবিত। নামায আদায় করেন। রিযিকপ্রাপ্ত হন। তাঁদের কাছে সালাত ও সালাম পেশ করা হয় এবং কবরের নিকটস্থ ব্যক্তি থেকে সালাত ও সালাম শুনতেও পান। সালামের জবাব দেন। তাই এ বিষয়গুলো অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই।

খ. নবীদের দুনিয়ার জীবন ও কবরের জীবনে কোনোই সাদৃশ্য নেই- কারো নিজস্ব বক্তব্য। কুরআন-সুন্নাহয় সাদৃশ্যের কথা স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে। তবে সাদৃশ্যের কথা বলার অর্থ এই নয় যে, দুই জীবনে শতভাগ মিল রয়েছে।

গ. আয়াতে বলা হয়েছে- "জীবিত (মুমিন) ও মৃত (অবিশ্বাসী) সমান নয়"। এর দ্বারা একথা কখনো বুঝা যায় না যে, নবীগণের জীবন দুনিয়ার জীবনের সাথে কোন সাদৃশ্য রাখে না। কারণ-

(১) এ আয়াতে জীবিত ও মৃত বলে রূপকার্থে মুমিন ও অবিশ্বাসী কাফের বুঝানো হয়েছে। যা আয়াতের তরজমায় বন্ধনীতে ব্যক্ত করা হয়েছে। আর তরজমাটি নেয়া হয়েছে 'হায়াতুল আম্বিয়া' আকীদার উপর আপত্তি উত্থাপনকারী একজন লেখকের বই 'তাবলীগ জামাত ও দেওবন্দীগণ' (পৃ. ১০৩) থেকে। সুতরাং নবীগণের দুনিয়ার জীবন ও কবরের জীবনের মাঝে মিল থাকা বা না থাকার ব্যাপারে এ আয়াতে কিছুই নেই।

(২) নবীগণকে কুরআন-সুন্নাহয় জীবিত বলা হয়েছে। তাই জীবিত ও মৃত এক নয়, এ প্রসঙ্গ এখানে আসতেই পারে না।

(৩) তাছাড়া সাদৃশ্যের কিছু কিছু বিষয় কুরআন-সুন্নাহয় স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে, যা অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। তাই যারা অস্বীকার করেন তাদের জন্য সহীহ ও বিশুদ্ধ হাদীসগুলোর উপর নানা রকম অন্যায় আপত্তি উত্থাপন করা ছাড়া আর করার কিছু থাকে না। সুতরাং যারা এ ধরনের আয়াত থেকে 'হায়াতুল আম্বিয়া' আকীদার উপর আপত্তি করেন তাদের প্রতি নিবেদন রইল, বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করে দেখার।

৩. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি কবর থেকে কোনো কিছু শুনতে পান না?

অনেকে বলে থাকেন, কুরআন থেকে বুঝা যায়, কবরবাসী দুনিয়ার কিছুই শুনতে পায় না। তাদেরকে কিছুই শোনানো যায় না। সুতরাং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরে সালাত ও সালাম পড়লেও তিনি তা শুনতে পান না। এর দলিল হিসেবে তারা তিনটি আয়াত পেশ করেন। প্রথমত পেশ করেন সূরা নামল এর ৮০ নং আয়াত ও সূরা রূমের ৫২ নং আয়াত। যাতে রয়েছে– (তরজমা) "নিশ্চয় আপনি মৃতদের শুনাতে পারবেন না"। দ্বিতীয়ত পেশ করেন সূরা ফাতিরের ২২ নং আয়াত, যাতে রয়েছে– (তরজমা) "আর আপনি কবরবাসীদেরকে শুনাতে পারবেন না"। [৬৮]

উপরিউল্লিখিত আয়াত থেকে নবীগণের কবর থেকে শুনতে না পারার কথা প্রমাণিত হয় না। কেননা–

(ক) প্রথম কথা তো হলো— প্রথমোক্ত আয়াতদুটিতে বলা হয়েছে 'আপনি মৃতদের শুনাতে পারবেন না'। আর কুরআন-হাদীস দ্বারাই প্রমাণিত যে, নবীগণ মৃত্যুবরণ করার পর পুনরায় বিশেষ জীবন পেয়ে জীবিত। তাই তাঁরা মৃত নন। সুতরাং তাঁদের শুনতে পাওয়া সম্পর্কে আয়াতে কিছুই বলা হয়নি।

(খ) বরং আয়াত দুটির প্রকৃত অর্থ এটি নয় যে, মৃত বা কবরস্থ ব্যক্তি কিছুই শুনতে পায় না। বরং উভয় আয়াতেই মূল উদ্দেশ্য হল, মৃতকে এমনভাবে শুনাতে পারবে না যাতে তারা উপকৃত হয়। অর্থাৎ তারা শুনতে পেরেও জবাব দিতে পারবে না। কথা অনুযায়ী কাজ করতে পারবে না।

আয়াত দুটির প্রকৃত অর্থ

উপরিউল্লিখিত আয়াতগুলোর প্রকৃত অর্থ কী, সে বিষয়ে তাফসীর গ্রন্থসমূহে সুস্পষ্ট ও বিশদ আলোচনা রয়েছে। যে কোনো আলেমের জন্য তা পড়া ও সংশয় দূর করা কঠিন কিছু নয়। এখানে আমি শুধু এমন কিছু ব্যক্তিত্বের বক্তব্য উল্লেখ করছি যাঁদের উপর আমার ঐ ভাইদেরও যথেষ্ট আস্থা রয়েছে যারা হায়াতুন্নবী আকীদার বিষয়ে বিভিন্ন সংশয়ে আক্রান্ত রয়েছেন।

---

৬৮. তাবলীগ জামাত ও দেওবন্দীগণ পৃ. ১০২-১০৫

(ক) ইবনে তাইমিয়া রাহ.

হযরত আনাস রা. বর্ণনা করেন– 'কবরস্থ ব্যক্তি দাফনকারী সঙ্গীদের জুতার আওয়াজ শুনতে পায়'। (সহীহ বুখারী, হাদীস ১২৭৩) অদ্রূপ ইবনে উমর রা. বর্ণনা করেন– 'বদরযুদ্ধে নিহত কাফেরদেরকে লক্ষ্য করে বলা নবীজীর কথাগুলো মৃত্যুর পরও তারা শুনতে পেয়েছে'। (সহীহ বুখারী, হাদীস ১৩০৪) তন্মধ্যে হযরত ইবনে উমর রা.-এর বর্ণনার দুটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায় হযরত আয়শা রা. ও তাবেয়ী কাতাদা রাহ. থেকে। এ প্রসঙ্গে ইবনে তাইমিয়া রাহ. বলেন,

> 'হাদীস ও সুন্নাহর সকল শাস্ত্রবিদ হযরত আনাস ও ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত হাদীস দুটি সহীহ হওয়ার বিষয়ে একমত...'।

অতঃপর তিনি আরো বলেন–

> 'আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত সহীহ ও সুস্পষ্ট বক্তব্য সাহাবী ও পরবর্তীদের ব্যাখ্যা অপেক্ষা অগ্রগণ্য। মৃত ব্যক্তিদের শ্রবণ বিষয়ক এ হাদীসের বিরোধী কোনো বক্তব্য কুরআনে নেই। কেননা (إنك لا تسمع الموتى) "আপনি মৃতদেরকে শোনাতে পারবেন না" আয়াতটি দ্বারা উদ্দেশ্য হল স্বাভাবিক পর্যায়ে শ্রবণ, যা শ্রবণকারীর উপকারে আসে। কেননা আয়াতাংশটি এখানে প্রবাদ অর্থে এসেছে, যা কাফেরদের অবস্থা বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। আর কাফেররা তো আওয়াজ শুনতে পায়। কিন্তু বুঝে শোনে গ্রহণ ও অনুসরণ করার জন্য শোনে না। এতে এটি প্রমাণিত হয় না যে, মৃত ব্যক্তি শুনেই না।[৬৯]

(খ) আল্লামা ইবনে কাসীর রাহ.

হাফেয ইবনে কাসীর রাহ. বলেন,

> মৃতদের শ্রবণ বিষয়ে ইবনে উমর রা.-এর বর্ণনাই উলামাদের নিকট সহীহ। এর অনেক সমর্থক বর্ণনাও রয়েছে। আবার এর সহীহ হওয়ার অনেক দিকও রয়েছে।... পূর্ববর্তী সালাফের সকলেই মৃতদের

---

৬৯. বিষয়টি আমি সংক্ষেপে উল্লেখ করলাম। আলেমগণ তার কিতাবের আরবী পাঠ দেখে নিতে পারেন। [মাজমূউল ফাতাওয়া ৪/২৯৬-২৯৮]

শুনতে পাওয়ার বিষয়ে একমত। আর এ বিষয়ে সালাফ থেকে মুতাওয়াতির (অসংখ্য সূত্র বিশিষ্ট) বর্ণনা রয়েছে যে, মৃতব্যক্তি কবর যিয়ারতকারীকে চিনতে পারে এবং তাতে আনন্দিত হয়।... [৭০]

(গ) ইবনুল কায়্যিম রাহ.

ইবনুল কায়্যিম রাহ. বলেন,

"আর আপনি কবরবাসীদেরকে শুনাতে পারবেন না" এ আয়াত দ্বারা প্রমাণ পেশ করাও ঠিক নয়। কারণ, উপস্থাপনভঙ্গি থেকে আয়াতের এ অর্থ বুঝা যায় যে, কাফিরদের অন্তঃকরণ মৃত, আপনি তাদেরকে এমনভাবে শোনাতে পারবেন না যে, তারা এই শ্রবণের দ্বারা উপকৃত হবে। যেমন আপনি কবরবাসীকে এমনভাবে শোনাতে সক্ষম না, যেভাবে শোনালে তারা উপকৃত হয়। এর দ্বারা আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্য এটা নয় যে, কবরবাসী কিছুই শুনতে পায় না। এটা কী করে হয়, অথচ– (১) নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, মৃতব্যক্তি তাকে কবরস্থকারীদের (প্রস্থানকালে) জুতার আওয়াজ শুনতে পায়। (২) এবং এও বলেছেন যে, বদরের নিহত কাফেররা তাঁর কথা ও সম্বোধন শুনেছে। (৩) তাছাড়া তিনি মৃতব্যক্তিদের সালামের ক্ষেত্রে সম্বোধন পদ ব্যবহার করেছেন, যা এমন উপস্থিত ব্যক্তিকেই করা যেতে পারে, যে শুনতে পায়। এবং তিনি কবরে সালাম দেওয়াকে সুন্নত সাব্যস্ত করেছেন। (৪) এ কথাও বলেছেন যে, যে মুমিন তাদেরকে সালাম করে, তারা তার সালামের জবাব দেয়।

...প্রকৃতপক্ষে আয়াতের অর্থ হল: "আল্লাহ তাআলা যাদের শোনাতে চান না আপনি তাদের শোনাতে পারবেন না। (আপনার কথা শুনেও ওরা না শুনার মতই কোন উপকার পাবে না) আপনি তো শুধু সতর্ককারী। আপনাকে ভীতি প্রদর্শনের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে এবং আপনি সে সম্পর্কেই জিজ্ঞাসিত হবেন। কিন্তু আল্লাহ তাআলা যাদেরকে শোনাতে চান না, তাদের ব্যাপারে আপনাকে ক্ষমতা প্রদান করা হয়নি।[৭১]

---

৭০. তাফসীরে ইবনে কাসীর, সূরা রূম, আয়াত : ৫২-এর অধীনে।

৭১. কিতাবুর রূহ, বাংলা অনুবাদ, এমদাদিয়া লাইব্রেরী ২য় প্রকাশ ২০০১ইং পৃ. ৭২-৭৩; মূল

উল্লেখ্য যে, এখানে কেবল ইবনে তাইমিয়া ও তাঁর দুই শিষ্য ইবনে কাসীর ও ইবনুল কায়্যিম রহ. এর উদ্ধৃতিকেই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। কারণ, এ বিষয়ে আপত্তিকারী বন্ধুদের কাছে কুরআন-সুন্নাহর ব্যাখ্যায় 'তাঁদের' গুরুত্ব অপরিসীম। সাথে একথাও বোঝা যায় যে, এ বিষয়ে 'তাঁদের' বক্তব্য ও ব্যাখ্যা আহলুস সুন্নাহর অন্যান্য উলামা ও ইমামদের মতই। সুতরাং এক্ষেত্রে যদি কেউ এ ব্যাখ্যাকেই উপেক্ষা করে ভিন্ন ও ভুল ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করে তাহলে সে সত্যিই বঞ্চিত।

৪.'আল্লাহ আমার রূহ আমার মধ্যে ফিরিয়ে দেন' কথার অর্থ কী?

অনেকে হায়াতুল আম্বিয়া আকীদার উপর আপত্তি করেন এই বলে যে, হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে- "যখনই কেউ আমার প্রতি সালাম পেশ করে, আল্লাহ তা'আলা আমার মধ্যে রূহ ফিরিয়ে দেন..."[৭২]। সুতরাং রূহ ফিরিয়ে দেওয়ার আগে দেহে রূহ ছিল না। সালামের জবাব দেওয়ার পর আবার রূহ চলে যায়। তাই তিনি কবরে মৃত!

প্রবন্ধের শুরুর দিকে সাত নম্বরে (পৃ. ৪২-৪৩) হাদীসটি উদ্ধৃত করা হয়েছে এবং এর প্রকৃত অর্থ ব্যাখ্যাসহ সবিস্তারে উল্লেখ করা হয়েছে। ভালোভাবে ব্যাখ্যাটা বুঝে নিতে পারলে আর কোনো প্রশ্ন বাকী থাকার কথা নয়। তবুও এখানে শুধু এতটুকু বলা যে, যারা এমন দাবি করেন তাদের দাবি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কারণ-

(ক) এ কথার ভিত্তি হল উক্ত হাদীসের ভুল ব্যাখ্যার উপর। বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী ও তাঁর শিষ্য হাফেজ সাখাবী রাহ. ভুল ব্যাখ্যাটিকে প্রত্যাখ্যান করে হাদীসের যৌক্তিক পাঁচটি ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছেন। (ফাতহুল বারী ৬/৬০৬)

এ ব্যাখ্যাটি ভুল হওয়ার একটি কারণ এটিও যে, যদি হাদীসের অর্থ করা হয় যে, 'কেউ সালাম দিলেই কেবল উত্তর দেওয়ার জন্য তাঁকে জীবিত করা হয়'

আরবী পৃ. ৪৬।

৭২. হাদীসটির মারাত্মক ও হাস্যকর ভুল তরজমা করা হয়েছে- তাবলীগ জামাত ও দেওবন্দীগণ বইয়ে পৃ. ৯১। এর সঠিক তরজমা দেখুন পূর্বোক্ত সাত নম্বর হাদীসের আলোচনায়।

—তাহলে হাদীসটি পূর্বোক্ত সবগুলো সহীহ হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক হয়ে পড়ে। অর্থাৎ অন্যান্য হাদীসে বর্ণিত— নবীগণ কবরে জীবিত, নামায আদায় করেন, রিযিক প্রাপ্ত হন, সালাম শুনতে পান ইত্যাদি হাদীসের সাথে এর কোনো মিল থাকে না। তাই হাদীসের সহীহ ব্যাখ্যা করতে হবে। এ প্রসঙ্গে হাফেজ ইবনুল্ মুলাক্কিন রাহ. বলেন, এ হাদীসের অর্থ হল, 'আল্লাহ তাআলা আমার ভাষা ফিরিয়ে দেন'। আর আল্লামা তীবি রাহ. বলেন- 'আল্লাহ তাআলা আমার ধ্যান ফিরিয়ে দেন'। সুতরাং এ হাদীস দিয়ে একথা প্রমাণ হয় না যে, সালামের জবাব দেওয়ার আগে ও পরে নবী মৃত ছিলেন।

(খ) আসলে যারা পূর্বোল্লিখিত হাদীসগুলোকে সহীহ মেনে নিয়েছেন তারা কখনোই আলোচ্য হাদীসটির এ অর্থ গ্রহণ করতে পারেন না। যদি করেন তাহলে তিনি এক অমীমাংসাযোগ্য স্ববিরোধিতার শিকার হয়ে যাবেন।

(গ) আরো সহজ কথা হলো 'কেউ সালাম করলে রূহ ফিরিয়ে দেন' অর্থ করলেও পূর্বে মৃত ছিলেন একথা প্রমাণ করা যায় না। কারণ, মৃত বা মায়্যিত বলে ঐ ব্যক্তিকে যার রূহ দেহ থেকে বের হয়ে গেছে এবং রূহের সাথে দেহের কোন সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে না। আর যদি রূহ দেহ থেকে বের হয়ে যায় কিন্তু দেহের সাথে রূহের সম্পর্ক থাকে তাহলে তাকে মৃত বলা হয় না। বরং সে জীবিত। যেমন ঘুমন্ত ব্যক্তি। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন, মৃত ব্যক্তির মত ঘুমন্ত ব্যক্তির রূহও তিনি দেহ থেকে নিয়ে নেন। অতপর জাগার সময় তা আবার তার দেহে ফিরিয়ে দেয়া হয়।[৭৩] সুতরাং রূহ ফিরিয়ে দেয়া হয় কথা দ্বারা বুঝা যায় তিনি হয়ত ঘুমন্ত ব্যক্তির ন্যায় জীবিত ছিলেন। তবুও তো জীবিত। এ থেকে মৃত একথা প্রমাণ হয় না।

(ঘ) তাছাড়া কোনো সময় কি এমন আছে যখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর পৃথিবীর কোনো না কোনো স্থান থেকে কেউ না কেউ সালাত ও সালাম পাঠায় না, বা রওজায়ে আতহারে কেউ না কেউ সালাম পেশ করতে থাকে না?! তাহলে সব সময়ই সালাত ও সালাম জারি থাকে আর সব সময়ই তার দেহ মুবারকের সাথে রূহের সম্পর্ক থাকে। সুতরাং এ হাদীসের বাহানা দিয়ে 'হায়াতুন্নবী' অস্বীকার করার কোন সুযোগ থাকে কি করে?

---

৭৩. সূরা যুমার, আয়াত নং-৪২।

হায়াতুল আম্বিয়া বিষয়ে দেওবন্দীদের উপর আরোপিত আকীদা ভিত্তিহীন

ইদানীং লক্ষ্য করা যাচ্ছে 'হায়াতুল আম্বিয়া' আকীদা শিরোনামে কিছু ঘটনা উদ্ধৃত করে উলামায়ে দেওবন্দ সম্পর্কে বলা হয়– তাঁরা বিশ্বাস করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুবরণ করেননি, কবর থেকে যে কারো সাথে জাগ্রত ও ঘুমন্ত অবস্থায় সাক্ষাৎ করেন, তাঁর সাথে কথাবার্তা বলা যায়, তিনি বিভিন্ন স্থানে যখন ইচ্ছা গমনাগমন করতে পারেন ইত্যাদি। এর প্রমাণ স্বরূপ– দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠার সময়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখার ঘটনা, শাইখুল ইসলাম হুসাইন আহমদ মাদানী রাহ.-এর রওজা মোবারক থেকে সরাসরি সালামের জবাব শুনতে পাওয়ার কথা, একদিন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কবরে সরাসরি দেখতে পাওয়ার ঘটনা, আহমদ রিফাঈ রাহ. (মৃত. ৫৭৮ হি.)-এর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মোসাফাহা করার ঘটনা ও শাইখুল হাদীস যাকারিয়া রাহ. রচিত ফাযায়েলে হজ্ব ও ফাযায়েলে সাদাকাত গ্রন্থে উদ্ধৃত কিছু ঐতিহাসিক ঘটনা উল্লেখ করা হয়। আর একমুখী অধ্যয়নে অভ্যস্ত অনেক সাধারণ শিক্ষিত ভাই এগুলো পড়ে উলামায়ে দেওবন্দ ও এদের ধারার আলেমদের সম্পর্কে বিভ্রান্তিতে পড়ে যান। অনেকে তো দ্বীনী কাজ মনে করে দেওবন্দীদের বিরোধিতা ও তাঁদের প্রতিরোধ করার কাজে কোমর বেঁধে লেগে যান। আর এভাবেই দ্বীন ইসলামের ধারক-বাহক একটি বিশাল দলের দ্বীনি কর্মের উপর তারা পানি ঢালতে শুরু করেন।

দেওবন্দীদের নামে প্রচারিত এ আকীদা মিথ্যা

বস্তুত দেওবন্দীদের নামে প্রচারিত এ আকীদা ভিত্তিহীন। প্রবন্ধের শুরুতে 'হায়াতুন্নবী আকীদা' শিরোনামে দলিল-প্রমাণসহ উলামায়ে দেওবন্দের আকীদা তুলে ধরা হয়েছে। এ বিষয়টিও পরিষ্কার করে দেয়া হয়েছে যে, উলামায়ে

দেওবন্দ নবীগণের মৃত্যু পরবর্তী জীবন সম্পর্কে তাই বিশ্বাস করেন, যা শরীয়তের দলিলের আলোকে প্রমাণিত। তাঁরা এর থেকে এক চুল পরিমাণও বিচ্যুত নন। তবে স্বপ্ন, কাশফ ও কারামাত-এর মাধ্যমে কোন কিছু ঘটে যাওয়া প্রমাণিত হলে তা স্বতন্ত্র বিষয়। তা 'হায়াতুল আম্বিয়া' বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কযুক্ত কোন বিষয় নয়। বরং যে স্বপ্ন দেখে, যার কাশ্‌ফ হয় ও যার সাথে কারামাতের ঘটনা ঘটে এবং যা ঘটে সে বিষয়ে শরীয়তের স্বতন্ত্র বিধান রয়েছে। এটি সেই বিধানের আলোকেই বিচারিত হবে।

স্বপ্ন, কারামাত ও কাশফের পরিচয়

স্বপ্ন সত্যও হয়, মিথ্যাও হয়। ভাল স্বপ্ন মুমিনের জন্য সুসংবাদ, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদান করা হয়। হাদীসে রয়েছে 'সত্য স্বপ্ন নবুওতের ছিচল্লিশ ভাগের এক ভাগ'।[৭৪] আর আল্লাহর ওলীদের মাধ্যমে বা তাঁদেরকে কেন্দ্র করে কোনো কোনো সময় কিছু অলৌকিক ঘটনা ঘটে। একে 'কারামত' বলে। তদ্রূপ কখনো প্রিয় বান্দাদের অন্তরে আল্লাহ তাআলা কোনো অজানা বা অদৃশ্য বিষয় উন্মোচিত করে দেন। একে পরিভাষায় 'কাশ্‌ফ ও ইলহাম' বলে। অনেকে একেই 'ফিরাসাত' বলেন। মূলত কাশফ ও ইলহামও কারামতেরই একটি প্রকার।

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর আকীদাহ

আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামাআর আকীদা হল, আলিমুল গাইব একমাত্র আল্লাহ তাআলারই বৈশিষ্ট্য। তিনি ছাড়া কেউ গাইব জানেন না। তদ্রূপ তিনিই 'কাদেরে মুতলাক'– সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তিনিই একমাত্র সব কিছু করতে সক্ষম। তিনি এর জন্য কোন আসবাব তথা উপায় উপকরণের মুখাপেক্ষী নন। তিনি এর জন্য কোন আসবাব তথা কার্য-কারণের মুখাপেক্ষী নন।

কিন্তু আল্লাহ তাআলা ওহীর মাধ্যমে (নবীর ইলহাম, স্বপ্নও ওহী) অনেক গায়েবের সংবাদ ও অদৃশ্য বিষয় নবীদেরকে জানিয়েছেন। তদ্রূপ নবীদের দ্বারা অনেক অলৌকিক কাজ করিয়েছেন, যাকে পরিভাষায় বলা হয় মু'জিযা।

---

৭৪. [সহীহ বুখারী, হাদীস ৬৫৮৬] এখানে এতটুকুই উদ্দেশ্য যে, স্বপ্ন মানেই মিথ্যা নয়। বাকি হাদীস পূর্ণ বক্তব্য ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। যা হাদীসের ব্যাখ্যাগ্রন্থ সমূহে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। [দেখুন– তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম, ৪/২৬৯]

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর বিশ্বাস হল, রাসূলের প্রকৃত অনুসারী, পূর্ণ শরীয়তের পাবন্দ, নেককার বান্দাদেরকেও তিনি কোনো কোনো সময় সত্য স্বপ্ন, কাশফ ও ইলহামের মাধ্যমে অনেক অদৃশ্য বিষয়ে অবগত করেন। অনুরূপ তাঁদের দ্বারাও কখনো কখনো কিছু অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়ে থাকেন, যা বাহ্যিক দিক থেকে কার্য-কারণ মুক্ত, যাকে পরিভাষায় কারামত বলা হয়।

ওহী ও ওলীদের কাশফ-ইলহামের পার্থক্য

নবীর উপর অবতীর্ণ ওহীর সংবাদ ও আওলিয়ায়ে কেরামের সত্য স্বপ্ন, কাশ্‌ফ ও ইলহামের সংবাদের মধ্যে বড় বড় পার্থক্য রয়েছে। যেমন–

(১) ওহী হল নিশ্চিত জ্ঞান ও অকাট্য বিষয়। তা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে হওয়া নিশ্চিত, তাই এতে কোনোরূপ সন্দেহ করার অবকাশ থাকে না। এর বিপরীতে স্বপ্ন, কাশ্‌ফ ও ইল্‌হামের সংবাদ কোনোটিই আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে হওয়া নিশ্চিত নয়। তাই এসব কিছুই সন্দেহযুক্ত বিষয়।

(২) ওহী কখনো ভুল হয় না। কিন্তু কাশ্‌ফ ও ইলহাম ভুলও হতে পারে।

(৩) নবীর দ্বারা ওহী বুঝতে পারা ও সংরক্ষণ করে রাখার বিষয়েও কোনোরূপ সন্দেহ নেই। আল্লাহ নিজেই সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন। বিপরীতে স্বপ্ন, কাশফ ও ইলহাম বান্দার জন্য বুঝতেও অনেক সময় ভুল হয়, আবার অনেক সময় তা স্মরণও রাখা যায় না।

(৪) সবচে' বড় কথা হল, নবীর প্রতি অবতীর্ণ ওহী (যার মধ্যে নবীর প্রতি হওয়া ইলহাম ও নবীর নিজে দেখা স্বপ্নও অন্তর্ভুক্ত) শরীয়তের দলীল। এর বিপরীতে নবী ছাড়া অন্য কারো কাশ্‌ফ, ইলহাম ও স্বপ্ন শরীয়তের দলীল নয়।

স্বপ্ন, কাশফ ও ইলহামের শরয়ী বিধান

১. আলিমুল গাইব একমাত্র আল্লাহ তাআলা। স্বপ্ন, কাশফ-ইলহাম ও কারামতের মাধ্যমে কোনো বিষয় জানতে পারাকে 'ইলমুল গায়ব' বলে না। কেননা এটা ব্যক্তির ইচ্ছাধীন নয়। বরং আল্লাহ যখন জানান তখনি জানতে পারেন। আবার এ জানাটাও নিশ্চিত জ্ঞান নয়। তাই এ ধারণা রাখার কোনো অবকাশ নেই যে, আল্লাহ তাআলার প্রিয় বান্দাগণ গায়েব জানেন।

২. ওহী শরীয়তের দলীল। আর নবী ছাড়া অন্য কারো স্বপ্ন, কাশ্‌ফ ও এলহাম

শরীয়তের দলীল নয়। এর দ্বারা কোন বিধি-বিধান সাব্যস্ত হবে না। আকীদা-বিশ্বাস প্রমাণ হওয়ার তো প্রশ্নই আসে না।[৭৫]

৩. এগুলো বিশ্বাস করা যাবে, যদি তাতে কুরআন-সুন্নাহ ও শরীয়ত বিরোধী কিছু না থাকে। বরং শরীয়তের বিধানের অধীন থেকে এর দ্বারা কোনোভাবে উপকৃত হতে পারলে তাও করা যাবে। যেমন, কোন সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে জানতে পারল– ঐ কাজ করলে তার ব্যবসায় বরকত হবে। আর এ কাজটা শরীয়তে নিষিদ্ধ নয় বরং ভাল। তাহলে তার জন্য এ কাজ করতে কোনো বাধা নেই। কিন্তু স্বপ্নে দেখা এই নির্দেশকে শরীয়তের হুকুম মনে করা যাবে না।

কারামত এর বিধান

নবী ছাড়া অন্য কারো দ্বারা যে অলৌকিক কর্মকাণ্ড প্রকাশ পায় তা সাধারণত তিন ধরনের হয়ে থাকে।

এক. কিছু অলৌকিক কাজ আছে যা যাদু-মন্ত্র ও শয়তানের সাহয্যে করা হয়।

দুই. কিছু অলৌকিক ঘটনা আছে যা প্রকৃত আল্লাহর ওলীদের বেলায় ঘটে থাকে।

তিন. তাছাড়া তৃতীয় আরেকটি প্রকার আছে যা মূলত অলৌকিক নয় বরং নিজের চেষ্টা ও কৌশলে অনুশীলনের মাধ্যমে আয়ত্ব করতে হয়। আর এর মাধ্যমে বাহ্যত অসম্ভবকে সম্ভব করে দেখানো যায়। দেখতে মনে হয় এটাও অলৌকিক, আসলে তা অলৌকিক কোনো কাজ নয়। তাই কোন অলৌকিক ঘটনা ঘটতে দেখলে প্রথম করণীয় হল—

১. যার দ্বারা বা যাকে কেন্দ্র করে এমন অলৌকিক ঘটনাটি ঘটল তিনি কেমন লোক। তিনি যদি প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ ওয়ালা ও কুরআন-সুন্নাহ এবং পরিপূর্ণরূপে শরীয়তের অনুসারী হন, তাহলে বুঝা যাবে ঘটনাটি আল্লাহ তাআলা তাঁর সম্মানার্থে ঘটিয়েছেন। এটাকেই কারামত বলে।

আর যদি ব্যক্তি বেদ্বীন হয়। কুরআন-সুন্নাহর অনুসারী না হয়, বা শরীয়তের বিধি-বিধান পালন না করে, অথবা প্রকৃত আল্লাহ ওয়ালা নয় বরং ওলীদের বেশধারী ধোঁকাবাজ হয়, তাহলে বুঝতে হবে ঘটনাটি কারামত নয়। বরং

---

৭৫. [আত-তাশাররুফ বিমারিফাতি আহাদীসিত তাসাওউফ, মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রাহ. পৃ. ২৬২]

পরিভাষায় একে বলা হয় 'ইস্তিদরাজ্'।

২. কারামত সম্পর্কে এ বিশ্বাস রাখতে হবে যে, এ অলৌকিক ঘটনাটি ঘটানোর নিজস্ব কোনো ক্ষমতা ওলীর হাতে নেই। তাই ওলী যখন ইচ্ছা তখন কারামত দেখাতে পারেন না। অনেক সময় ওলী নিজেও জানতে পারেন না যে, তাঁর দ্বারা একটি অলৌকিক ঘটনা ঘটে গেছে। বরং আল্লাহ তাআলাই নিজ কুদরতে যখন ইচ্ছা তাঁর প্রিয় বান্দাদের মাধ্যমে এমন অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়ে থাকেন। তাই কারামত প্রকাশ পাওয়ার ক্ষেত্রে ওলীর নিজস্ব কোনো কৃতিত্ব নেই। অনেক সময় মৃত্যুর পরও কারো কারামত প্রকাশ পায়, যাতে ওলীর কোনোই হাত থাকে না।

৩. আল্লাহ তাআলা কখনো কখনো তাঁর কোনো কোনো প্রিয় বান্দাকে কারামত দ্বারা সম্মানিত ও সাহায্যও করে থাকেন। তাই এখান থেকে এ শিক্ষাটুকুও মূলত নেওয়ার আছে যে, আল্লাহ তাআলা কেন এ বান্দাকে বিশেষভাবে সম্মানিত করেছেন? নিশ্চয় তিনি আল্লাহ তাআলার বিশেষ সন্তুষ্টি অর্জন করেছেন, যার ফলে আল্লাহ তাআলা তাঁকে পুরস্কৃত করেছেন। সুতরাং শিক্ষণীয় ও অনুসরণীয় বিষয় হল— আল্লাহর ওলী দ্বীন ও শরীয়তের অনুসরণের মাধ্যমে কীভাবে আল্লাহর এত প্রিয় হলেন—সেটি। তার কারামত নিয়ে বাড়াবাড়ি করা নয়।

৪. সহীহ বিশ্বাসের সাথে কারামতের ঘটনা বর্ণনা করতে কোন দোষ নাই। তবে এতটুকু যাচাই তাকে করতে হবে যে, যে ঘটনার কথা বলা হচ্ছে, এটি কি আসলেই ঘটেছে কি না। দ্বিতীয়ত— কারামাতের ঘটনায় যদি এমন কোনো বিষয় থাকে, যা শুনলে বা পড়লে সাধারণ মানুষের আকীদা-বিশ্বাসে প্রভাব পড়তে পারে, বা তারা বিভ্রান্তিতে পড়তে পারে তাহলে তা যথাসম্ভব চর্চা না করা।

৫. আল্লাহর প্রিয় বা ওলী হওয়ার জন্য কারামত প্রকাশ পাওয়া কোনো শর্ত নয়। বরং এর কোনোই প্রয়োজন নেই। এমনকি কারামত প্রকাশ পাওয়াটা বিশেষ কোনো কামাল তথা পূর্ণতাও নয়। তাই কারামত প্রকাশ পাওয়াটাকেই আল্লাহর ওলী হওয়ার দলিল মনে করা, এবং কারামত প্রকাশ না পেলে ওলী হওয়া যায় না— এমন বিশ্বাস নিতান্তই ভুল। এর প্রভাবেই মূলত অনেক জীবনীকারকেও দেখা যায় কোনো আল্লাহ ওয়ালার জীবনী

রচনাকালে কারামত উল্লেখ করাটাকে জরুরি মনে করেন। আর এ কারণে বাস্তবে ঘটেছে কি ঘটেনি চিন্তা না করে লোকমুখে চর্চিত সব ঘটনাই সংকলন করতে থাকেন। বিশেষ করে যে সকল বিষয় সাধারণ পাঠকের বোধগম্য নয়, এমন বিষয়ও অনেকেই উল্লেখ করেন যা মোটেও উচিত নয়। তাই এ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন জরুরি।

৬. কারামতের মাধ্যমে কিছু অলৌকিক ঘটনা পাওয়া গেলে এটাকে স্বাভাবিক নিয়ম বা আক্বীদা-বিশ্বাস বানিয়ে নেওয়া যাবে না। যেমন কোনো কবরস্থ ব্যক্তির সাথে সরাসরি মুসাফাহা করার ঘটনা যদি ঘটে, তাহলে মনে করতে হবে এটি স্বাভাবিক নিয়মে নয় বরং কারামত হিসেবে ঘটেছে। তাই এখান থেকে এ আকীদা পোষণ করা যাবে না যে, কবরস্থ ব্যক্তি ইচ্ছা করলেই তার হাত কবর থেকে বের করতে পারে। তদ্রূপ কারামতের মাধ্যমে কোনো ঘটনা ঘটলে আর এর রহস্য বুঝে না আসলে এ কারণে ওলীদেরকে দোষারোপও করা যাবে না।

সালাফের যুগে কারামত ও কাশফের উদাহরণ

হযরত মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ শফী রহ. কারামাতে সাহাবা নামে একটি বই রচনা করেন। এতে তিনি সাহাবীদের প্রায় শতাধিক কারামতের বিবরণ দেন। ভূমিকাতে বই লেখার কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, সাধারণ মানুষ ওলী বুযুর্গদের কারামতের আলোচনা বেশি শুনতে শুনতে তাদের অনেকের ধারণা জন্মেছে যে, সাহাবীদের বুঝি কারামত কম। তিনি তাদের ধারণা সৃষ্টি হবার মূল কারণ বিশ্লেষণ করেন।

আহলে হাদীস ও সালাফী ভাইদের মধ্যে এ ধারণা বেশি পাওয়া যায়। তাই এ প্রসঙ্গে তাঁদের আস্থাভাজন ব্যক্তিত্ব ইবনে তাইমিয়া রহ. এর কিছু বক্তব্য তুলে ধরা সমীচিন মনে করছি।

কারামত

ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন—

وكرامات الصحابة والتابعين بعدهم وسائر الصالحين كثيرة جدا. (ثم ذكر كثيرا من الأمثلة إلى أن قال:)... وهذا باب واسع. وقد

بسط الكلام على كرامات الأولياء في غير هذا الموضع. وأما ما نعرفه نحن عيانا ونعرفه في هذا الزمان فكثير، ومما ينبغي أن يعرف أن الكرامات قد تكون بحسب حاجة الرجل، فإذا احتاج إليها الضعيف الإيمان أو المحتاج، أتاه منها ما يقوي إيمانه ويسد حاجته، ويكون من هو أكمل ولاية لله منه مستغنيا عن ذلك، فلا يأتيه مثل ذلك، لعلو درجته وغناه عنها، لنقص ولايته. ولهذا كانت هذه الأمور في التابعين أكثر منها في الصحابة، بخلاف من يجري على يديه الخوارق لهدي الخلق ولحاجتهم، فهؤلاء أعظم درجة.

সাহাবীদের কারামত ও তাঁদের পরে তাবেয়ীদের কারামত, এমনিভাবে বিভিন্ন যুগের নেককারদের কারামত অসংখ্য ও অগণিত।

অতঃপর কারামতের অনেক দৃষ্টান্ত দেয়ার পর বলেন—

কারামতের বিষয়টি অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত। ওলীদের কারামতের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা এ গ্রন্থের আরেক জায়গায় রয়েছে। আর আমরা যেসব কারামত স্বচক্ষে দেখি, বিশেষত আমাদের এ যুগে তার সংখ্যাও অনেক বেশি।

এখানে বিশেষভাবে যে কথাটি মনে রাখা দরকার তা হলো, কারামত কখনো ব্যক্তির প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে প্রকাশ পেয়ে থাকে। যখন কোন দুর্বল ঈমানদার কিংবা সংকটাপন্ন ব্যক্তির কারামতের দরকার হয়, তখন আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে তাদের হাতে এমন কারামত প্রকাশ পায়, যদ্বারা উক্ত ব্যক্তির ঈমান শক্তিশালী হয়, কিংবা তার হাজত পূর্ণ হয়। কিন্তু কামেল ঈমানদারের যেহেতু এধরনের কারামতের প্রয়োজন নেই (তার ঈমান অনেক উচু স্তরের হবার কারণে), তাই তার হাতে কারামত প্রকাশ পায় না। একারণেই সাহাবীদের তুলনায় তাবেয়ীদের মাঝে কারামত প্রকাশের ঘটনা বেশি দেখা যায়। তবে হ্যা, মানুষের হিদায়াতের উদ্দেশ্যে কিংবা তাদের প্রয়োজন পূরণের

লক্ষ্যে যাদের হাতে কারামতের প্রকাশ ঘটে থাকে, তাদের বিষয়টি ভিন্ন। কারণ তারা বাস্তবিকই সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী হয়ে থাকেন।[৭৬]

মিথ্যা স্বপ্ন, জাদু ও ভেল্কিবাজী থেকে সতর্ক থাকতে হবে

উপরিউক্ত বিষয়গুলো সামনে রেখেই স্বপ্ন কাশফ ও কারামাতকে মূল্যায়ন করতে হবে। সতর্ক থাকতে হবে যে, এক্ষেত্রে যেন মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি না হয়ে যায়। কারণ, এগুলোর মধ্যে মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ির দ্বারা ও এর সঠিক মূল্যায়ন না করার কারণে নানারকম রসম-রেওয়াজ ও শিরক-বিদআতের জন্ম হয়ে থাকে। বিশেষ করে মিথ্যা স্বপ্ন ও মিথ্যা কারামত এবং জাদু ও ভেল্কিবাজীর মাধ্যমে সব বাতিলপন্থীরাই বিভ্রান্তি ছড়িয়ে থাকে।[৭৭]

কারামত নিয়ে দুই ধরনের বিভ্রান্তি

কারামত নিয়ে আমাদের সমাজে দুই ধরনের প্রান্তিকতা লক্ষ্য করা যায়। একদিকে কেউ কেউ কারামত প্রকাশ পাওয়াটাকে ওলী তথা বান্দার কর্ম ধরে নেন। আর এভাবেই ওলীকেও অলৌকিক কর্ম সাধন করার ক্ষমতায় বিশ্বাস করে শিরকে লিপ্ত হন। অনেকে এর দ্বারা ওলীরা 'গায়েব জানেন' এমন ভ্রান্ত বিশ্বাসেও নিপতিত হন। ফলশ্রুতিতে জীবিত ও মৃত ওলীদের কাছে এমন সব বিষয় কামনা করে থাকেন যা দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন একমাত্র আল্লাহ তাআলা। অপরদিকে অন্য আরেক শ্রেণী কারামত সত্য হওয়াকেই অস্বীকার করে বসেন। কারামতের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ওলীগণকেও দোষারোপ করেন। তাঁদের আকীদা-বিশ্বাস নিয়ে নানা রকম আপত্তি তোলেন। এমনকি কেউ কেউ তাদেরকে কাফের মুশরিক পর্যন্ত বলতেও দ্বিধাবোধ করেন না।

কারামত বিষয়ে এ উভয় শ্রেণীর কর্মপন্থাই প্রান্তিকতাপূর্ণ ও ভারসাম্যহীন। কারণ কারামত যেহেতু ঘটে আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায়, তাঁরই কুদরতে, এখানে ওলী তথা বান্দার ক্ষমতার কোনো দখল নেই; তাই এটিকে ওলীর ক্ষমতা ও বৈশিষ্ট্য মনে করা যেমন অন্যায়। তদ্রূপ কারামতকে অস্বীকার করাটাও

---

৭৬. আলফুরকান, পৃ ৩০৬-৩০৮, মাজমূউল ফাতাওয়া ১১/২৭৬-২৮৩।

৭৭. কাশফ-কারামত ও ইলহাম বিষয়ে বিস্তারিত জানতে দেখুন– হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক সাহেব রচিত তাসাওউফ তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ (২য় সংস্করণ) পৃ. ১৪৭-১৫৯, ও এসব হাদীস নয়-১, (ভূমিকা), পৃ. ৪৯-৫৯, প্রকাশক, মারকাযুদ দাওয়াহ প্রকাশনী, ঢাকা।

ন্যায়সঙ্গত নয়। কারণ কারামতকে ওলীর ক্ষমতার অধীন মনে করলে যেমন আল্লাহর ক্ষমতা ওলীকে প্রদান করার দোষ পাওয়া যায়, তেমনি কারামতকে অস্বীকার করলেও আল্লাহর কর্মকে অস্বীকার করার দোষ হয়। আর কারামতের কারণে আল্লাহর ওলীদের দোষারোপ করা, এবং তাদের আকীদা-বিশ্বাস নিয়ে আপত্তি করা তো মহা অন্যায়।[৭৮]

কিছু দলিল

কাশফ-কারামত বিষয়ক উপরোক্ত কথাগুলো আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামাআর কাছে স্বীকৃত বিষয়। তাই এ বিষয়ে বিস্তারিত দলিল প্রমাণের কোনো প্রয়োজন আপাতত নেই। আমার উপরিউক্ত কথাগুলোর সমর্থনে কেবল কাশফ ও কারামতের কারণে যারা আল্লাহ ওয়ালাদের দোষারোপ করেন, তাদের উদ্দেশ্যে এখানে কেবল তাদেরই আস্থাভাজন কয়েকজন আলেমের উদ্ধৃতি পেশ করছি। অন্যথায় কুরআন-সুন্নাহর স্পষ্ট দলিলসহ অসংখ্য আলেম ও ইমামদের এ ধরণের স্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে। তবে এখানে উদ্ধৃত বক্তব্যে এ বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহর কিছু দলিলের আলোচনা রয়েছে।

ইবনে তাইমিয়া রাহ.-এর বক্তব্য

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহ. কাশফ, ইলহাম ও কারামাতের উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেন,

> নবী ব্যতিত অন্যদের থেকে যেসব অলৌকিক ঘটনা ঘটে তার মধ্যে কিছু আছে যেগুলো (আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে) কাশফ ও ইলম সংশ্লিষ্ট (অর্থাৎ অদৃশ্য বিষয়ক জ্ঞান সংশ্লিষ্ট), যেমন সারিয়ার ঘটনায় উমরের বক্তব্য[৭৯], স্ত্রীর গর্ভস্থিত সন্তান মেয়ে হওয়ার বিষয়ে আবু বকরের অগ্রিম সংবাদ দেয়া, নিজ সন্তান ন্যায়পরায়ণ হওয়ার বিষয়ে উমরের অগ্রিম সংবাদ প্রদান, শিশুর ভবিষ্যত জীবন সম্পর্কে খাজির

---

৭৮. বিস্তারিত দেখুন, 'যালযালা কা পোস্ট মারটেম- বেরলভী ফেতনা কা নায়া রূপ', পৃ. ১১০-১২৯

৭৯. দালাইলুল নুবুওয়্যাহ, আবু নুআইম, পৃ. ২১০, ফাওয়াইদু আবি বাকার ইবনে খাল্লাদ, হাদীস নং ৫৫, ইসাবাহ, ইবনে হাজার, ৩/৪, সিলসিলাতুল আহাদিসিস সহীহাহ, হাদীস নং ১১১০

আলাইহিস সালাম -এর সংবাদ প্রদান করা[৮০]। আর কিছু আছে অসাধারণ ক্ষমতা সংক্রান্ত। যেমন সুলাইমান আলাইহিস সালামের হুকুমে বিলক্বীসের সিংহাসন নিয়ে আসার ঘটনা, আসহাবে কাহফের ঘটনা, মারইয়াম আলাইহাস সালামের ঘটনা। তদ্রূপ হযরত খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ, সাফীনা ও আবু মুসলিম খাওলানীর ঘটনাসহ আরো অনেক ঘটনা যা অনেক দীর্ঘ আলোচনার দাবি রাখে। কারণ এমন ঘটনা বৃষ্টির ফোটার ন্যায় অসংখ্য। এখানে শুধু উদাহরণ পেশ করাই ছিল উদ্দেশ্য।

তিনি আরো বলেন,

অলৌকিক ঘটনা কাশ্‌ফের মাধ্যমে হোক বা অন্য কোনো প্রভাবে হোক, এর দ্বারা যদি দ্বীনের মধ্যে কাম্য কোনো উপকার পাওয়া যায়, তাহলে এটি নেক কাজের অন্তর্ভুক্ত ধরা হবে। দ্বীনের কাজটা ওয়াজিব হোক বা মুস্তাহাব। আর যদি দুনিয়ার কোন বৈধ উপকার পাওয়া যায় তাহলে এটি আল্লাহ তা'আলার একটি দুনিয়াবী নিয়ামতরূপে গণ্য হবে, যার শুকরিয়া আদায় করা উচিত। কিন্তু যদি এর দ্বারা শরীয়তে নিষিদ্ধ কোনো কাজ করা হয় তাহলে তা আযাব ও গজবের কারণ হবে। যেমন বাল'আমে বাউরার ক্ষেত্রে হয়েছে। তবে যার দ্বারা এটি ঘটে কোনো কোনো সময় বিভিন্ন কারণে তিনি মাযুর ও নির্দোষ সাব্যস্ত হন।[৮১]

তিনি আরো বলেন, "... তবে কখনো কখনো আমাদের যামানার অনেকের কাছে কবরের অনেক কিছু প্রকাশ পেয়ে যায়। ঘুমন্ত বা জাগ্রত অবস্থায়ও তারা এ বিষয়ে অবগত হন এবং নিশ্চিত হয়ে যান। এমন অনেক বিষয় আমাদের কাছে রয়েছে। ... এ সকল বিষয় যদি নবুওতের শিক্ষার অনুকূলে হয় তাহলে তা সত্য। আর যদি এর বিরোধী হয় তাহলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে। এজন্য জ্ঞানীরা দ্বীনের মাসআলার ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহ ও ইজমার উপরই আমল করেন...।" [মাজমুউল ফাতাওয়া ২৪/৩৭৬]

---

৮০. সূরা কাহফ, আয়াত নং - ৮০-৮১।

৮১. মাজমুউল ফাতাওয়া ১১/৩১৮-৩১৯

তিনি আরো বলেন, "অনেকের কাছেই কবরের বিভিন্ন বিষয় প্রকাশ পেয়েছে, এমনকি তারা কবরে শাস্তিতে নিপতিত ব্যক্তিদের আওয়াজও শুনতে পেয়েছেন। স্বচক্ষে তাদের কবরের শাস্তি প্রত্যক্ষ করেছেন, যা বিভিন্ন প্রসিদ্ধ বর্ণনায় পাওয়া যায়।"[৮২]

ইবনুল কায়্যিম রাহ.-এর বক্তব্য

ইবনুল কায়্যিম রাহ. বলেন,

"জীবিত ও মৃতের রূহের পরস্পর সাক্ষাতের একটি আলামত হল, জীবিত ব্যক্তি মৃত ব্যক্তিকে স্বপ্নে দেখতে পেয়ে বিভিন্ন সংবাদ জিজ্ঞেস করে, আর মৃত ব্যক্তি তাকে এমন বিষয় বলে, যা পূর্বে জীবিত ব্যক্তির জানা ছিল না। অতপর জীবিত ব্যক্তি স্বপ্ন থেকে জেগে অতীত ও ভবিষ্যত সংক্রান্ত বিষয়ের সংবাদটি হুবহু সঠিক পেয়ে যায়। কখনো মৃত ব্যক্তি মাটির নিচে প্রোথিত সম্পদের সন্ধানের কথা (স্বপ্নে জীবিত ব্যক্তিকে) বলে, যা সে ছাড়া কেউ জানত না, কখনো তার ঋণ সম্পর্কে অবহিত করে এবং এর প্রমাণাদিও বলে দেয়। এরচে আশ্চর্য হল, মৃত ব্যক্তি তার এমন কাজের কথা বলে, যা বিশ্ববাসীর কেউ জানে না। আরো অবাক করার বিষয়, মৃত ব্যক্তি জীবিতকে বলে তুমি আমাদের কাছে আসবে (অর্থাৎ মৃত্যুবরণ করবে), পরে তাই বাস্তব হয়। কখনো মৃতব্যক্তি এমন বিষয়ের সংবাদ দেয়, যে বিষয়ে জীবিত ব্যক্তি নিশ্চিত যে এটি আর কেউ জানত না। পূর্বে হযরত ছা'ব ইবনে জাস্‌সামা ও আওফ ইবনে মালেকের ঘটনা এবং সাবেত ইবনে কায়স ইবনে শাম্মাসের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে।" [৮৩] [৮৪]

---

৮২. মাজমুউল ফাতাওয়া ৪/২৯৬, আরো দেখুন, মাজমুউল ফাতাওয়া ১১/৬৫, ১১/৩১৩, ১১/৩২৬, ১১/৩৩০, ১১/৩৭৯, ১১/৩৩৮

৮৩. কিতাবুর রূহ পৃ.২১, (বাংলা) পৃ. ২৬

৮৪. যারা হায়াতুল আম্বিয়া বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেন আবার ইবনে তাইমিয়া ও ইবনুল কায়্যিমের প্রতি আস্থা রাখেন তারা এ সকল উদ্ধৃতিতে বিব্রত হন। তাদের কাউকে দেখা গেছে একথা বলতে যে, ইবনুল কায়্যিম 'কিতাবুর রূহ' লিখেছেন তাঁর উসতায ইবনে তাইমিয়ার সাহচর্য লাভের পূর্বে! অথচ এটা নিছকই অজ্ঞতার কথা যা অন্যায় জেদের কারণেই বলা হয়ে থাকে। অন্যথায় কিতাবুর রূহের মধ্যে ইবনে তাইমিয়া রহ. এর মৃত্যুর পর তাকে নিয়ে স্বপ্নে দেখা বিষয়ক

কখনো কখনো কারো বেলায় এ ধরনের ঘটনা প্রকাশ পাওয়া একটি বাস্তবতা। প্রমাণিত হলে এ ধরনের ঘটনা অস্বীকার করা উচিত নয় এবং এগুলো থেকে গলত আকীদা বের করারও অবকাশ নেই। যেমন, মৃত ব্যক্তি গায়েব জানে বা মৃত ব্যক্তি কারো উপকার করার ক্ষমতা রাখে– এ ধরনের চিন্তার কোনো সুযোগ নেই। প্রকৃতপক্ষে মানুষ যা দেখে, তাতে না তার নিজের কোনো দখল থাকে, আর না যাকে সে দেখেছে তার কোনো প্রভাব। এতো সরাসরি আল্লাহর কুদরতের বিষয়।

শায়খ আলবানী রাহ.-এর বক্তব্য

শায়খ নাসীরুদ্দীন আলবানী রাহ. বলেন,

> "হযরত উমর রা. কর্তৃক খুৎবারত অবস্থায় হযরত সারিয়াকে পাহাড়ে আশ্রয় নেওয়ার কথা বলা, যখন সারিয়া তাঁর থেকে বহু দূরে ছিলেন, বিষয়টি ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে 'ইলহাম'।" অতপর বলেন, "যদি তাকে কাশ্‌ফ নাম দেওয়া সহীহ হয় তবুও এটি হল একটি অলৌকিক ঘটনা। এমন অলৌকিক ঘটনা অমুসলিম থেকেও প্রকাশ পায়। তাই উলামায়ে কেরাম বলেন, এমন অলৌকিক ঘটনা যদি মুসলমান থেকে সংঘটিত হয় তবেই তাকে কারামত বলে। নয়তো এর নাম হল 'ইসতিদরাজ'।" সবশেষে বলেন, "সুতরাং উমর রা.-এর ঘটনাটি সত্য ও প্রমাণিত। আর এটি ছিল উমর রা.-এর কারামত, এর দ্বারা আল্লাহ তাআলা তাঁকে সম্মানিত করেছেন। এর দ্বারা তিনি মুসলিম বাহিনীকে বন্দী হওয়া বা নিহত হওয়া থেকে রক্ষা করেছেন। এতে গায়রুল্লাহর গায়ব জানতে পারার কোনো বিষয় নেই যা তথাকথিত সূফীরা মনে করে থাকে।"[৮৫]

এ বিষয়ে গায়রে মুকাল্লিদ ভাইদের আস্থাভাজন লোকদের মত জানার জন্য আরো দেখুন, কিতাবুন্নুবুওয়াত, আল-ফুরকান বাইনা আউলিয়াইর রাহমানি ওয়া আউলিয়াইশ শায়তান ও আল-আকীদাতিল ওয়াসিতিয়্যাহ– ইবনে তাইমিয়্যাহ পৃ. ১৩ এবং মুহাম্মদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন রচিত শারহুল আক্বীদাতিল ওয়াসিতিয়্যাহ পৃ. ৪৯০ (দারু ইবনিল জাওযী) ও শরহুল

বিবরণও রয়েছে। তাছাড়া খোদ ইবনে তাইমিয়ার উদ্ধৃতিও আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

৮৫. সিলসিলাতুস সহীহা, হাদীস ১১১০

আকীদাতিস্ সাফারীনিয়্যাহ, পৃ. ৬৪০, কুছ দের গায়রে মুকাল্লিদীন কে সাথ, ভূমিকা]

কারামতের উদ্দেশ্য ও কারামত বর্ণনা পদ্ধতি

মুজিযার মতই কারামতও আল্লাহ তাআলার নিদর্শন। কারামতের প্রকাশ ঘটে থাকে কেবলই আল্লাহর কুদরতে। এর মধ্যে রয়েছে অনেক তত্ত্ব ও হেকমত। যা আল্লাহই ভালো জানেন। তবে এটা তো পরিষ্কার যে, কারামতের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেন, সমর্থন ও সাহস যোগান। তাঁর ঈমান দৃঢ় হয়। প্রত্যক্ষদর্শী, শ্রবণকারী ও পাঠকরাও হক ও সত্য গ্রহণের শক্তি পায়। ঈমান-বিশ্বাস দৃঢ় হয়। অকুণ্ঠ চিত্তে তাঁরা আল্লাহ ওয়ালাদের সমর্থন ও সহযোগিতায় এগিয়ে আসে। সমকালীন বিভিন্ন জাদুটোনা, ধোঁকা ও ফিতনা থেকে বাঁচতে পারে।

তবে কারামত বর্ণনা করার ক্ষেত্রে সতর্কতামূলক নিম্ন বর্ণিত কিছু মূলনীতি অনুসরণ করা জরুরি।

(ক) ঘটনা ও বর্ণনাটি গ্রহণযোগ্য পর্যায়ের কি না তা যাচাই করে নিশ্চিত হওয়া।

(খ) বিবরণের ধরনে বা পাঠকের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে বর্ণিত ঘটনা থেকে যাতে আকীদাগত কোন ভুল ধারণা তৈরি না হয়, সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা।

(গ) কাশফ-কারামত বিষয়ে বিশুদ্ধ আকীদার সহজ পাঠ শিখিয়ে দেওয়া।

(ঘ) অতিরঞ্জন থেকে বিরত থাকা।

(ঙ) যে ধরনের কারামত এর আলোচনায় সর্বসাধারণের বিশেষ ফায়দা বা শিক্ষা নেই তার আলোচনা না করা, ইত্যাদি।

উলামায়ে দেওবন্দের ঘটনাগুলো আকীদা নয়, কারামত

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে গেল উলামায়ে দেওবন্দের আকীদা-বিশ্বাস প্রমাণের জন্য যেসকল ঘটনার বিবরণ দেওয়া হয় তাতে তাঁদের আকীদা প্রমাণ হয় না। কারণ—

এক. দেওবন্দ প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে নবীজীকে দেওবন্দে আসতে দেখার ঘটনাটি ছিল স্বপ্ন। আর পরবর্তীতে নির্দিষ্ট স্থানে লাঠির দাগ পাওয়া যাওয়াটা

ছিল কারামত। দেওবন্দীগণ কখনোই এ বিশ্বাস রাখে না যে, নবীজী স্বশরীরে দেওবন্দে এসেছেন এবং লাঠি দিয়ে দাগ দিয়েছেন, বা নবীজী কবর থেকে যেখানে ইচ্ছা যাওয়া আসা করতে পারেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর-জীবন সম্পর্কে উলামায়ে দেওবন্দের আকীদা সুস্পষ্ট।

দুই. হযরত মাদানী রাহ.-এর রওজা শরীফ থেকে সালামের জবাব শুনতে পাওয়া ও নবীজিকে দেখতে পাওয়া উভয়টিই কারামত সংশিষ্ট তথা অলৌকিক ঘটনা। এ ধরনের অসংখ্য কারামত প্রমাণিত থাকার কথা ইবনে তাইমিয়া রাহ.ও বলেছেন। এ ঘটনা উল্লেখ করলে বা বললে যদি আকীদা নষ্ট হয়ে যায় তাহলে ইবনে তাইমিয়ার রাহ. ও তাঁর অনুসারীদের আকীদার কী হবে?

তিন. নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আহমদ রিফাইর মুসাফাহা করার ঘটনাটিও ছিল একটি কারামত। কেউ যদি নিশ্চিতভাবে একথা প্রমাণ করতে পারেন যে, আহমদ রিফাইর নামে যে ঘটনা প্রচলিত তা বাতিল ও অবাস্তব তাহলে তা বর্ণনা করা যেত না। কিন্তু আমাদের জানামতে এমন কিছু প্রমাণিত হয়নি। মনে রাখতে হবে, এটি হাদীস নয়, বরং একটা ঘটনামাত্র যা ঘটা অসম্ভব কিছু নয়। তাই এটি যাচাই করার জন্য হাদীস যাচাইয়ের মানগু দিয়ে পরখ করার কোনো প্রয়োজন নেই। কোনো কোনো ঐতিহাসিক ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন। 'মুত্তাসিল সনদ' না থাকার কারণে যদি কেউ এ ঘটনা অস্বীকার করে, তাহলে এটা তার ব্যক্তিগত রায়। আমরা তার কোনো প্রতিবাদ করতে যাব না। কিন্তু যেহেতু শরীয়তে এ ঘটনার পক্ষে-বিপক্ষে কোনো দলীল নেই, তাই কেউ কারামতের দৃষ্টান্ত দিতে এটিকে শুধু একটি ঘটনা হিসাবে উল্লেখ করলে তার উপর নিন্দাবাদ নিক্ষেপেরও কোনো সুযোগ নেই। আসল কথা হল, এ ধরনের ঘটনা থেকে কোনো গলত আকীদা বা গলত মাসআলা বের করা থেকে বিরত থাকা জরুরি। দ্বীনী বিষয়ে ব্যাপক অজ্ঞতার এ যুগে এমন ঘটনা বর্ণনাকারীদের উচিত এবিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া। যাতে এর কারণে কেউ বিভ্রান্তিতে না পড়ে।

ইবনে তাইমিয়া রহ. এর দৃষ্টিতে

এ প্রসঙ্গে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহ. বলেন,

> এ বিষয়ের মধ্যে এ ধরনের বর্ণনাগুলো অন্তর্ভুক্ত হবে না যেমন, অনেক নেককার লোক নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

কবর থেকে বা অন্য কোনো সালিহীনদের কবর থেকে সালামের জবাব শুনতে পেয়েছেন। মদীনায় হাররার ঘটনার সময়কালে সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব রাহ. নবীর কবর থেকে আযান শুনতে পেয়েছেন ইত্যাদি। বরং এ সবই সত্য ঘটনা। তবে তা আমাদের এখানের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়। এ বিষয়গুলো এর উর্ধ্বের। অনুরূপ অনাবৃষ্টির কারণে এক ব্যক্তি নবীজীর কবরে এসে অনাবৃষ্টির কথা জানিয়েছিল। সে দেখতে পেল নবী তাঁকে খলীফা উমরের কাছে যেতে আদেশ করেছেন। এবং তাঁকে একথা বলতে বলেছেন যে, তিনি যেন মানুষদের নিয়ে 'ইসতিসকার' মাধ্যমে বৃষ্টির জন্য দু'আ করেন। এ ঘটনা আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং এমন ঘটনা নবী ছাড়া অন্যদের বেলায়ও অনেক ঘটে থাকে। এমন অনেক ঘটনা আমি জানি। অনুরূপ কোনো ব্যক্তি নবীকে বা তাঁর উম্মতের অন্য কারো কাছে তার কোনো প্রয়োজনের কথা বলেছে, অতঃপর তার প্রয়োজন পূরণ হয়ে গেছে এমন বিষয়ও অনেক ঘটেছে। এটিও আমাদের আলোচনার বিষয় নয়। ... বরং এমন কিছু যদি ঘটে যায় (অর্থাৎ কোনো প্রয়োজন পূরণ হয়ে যায়) তাহলে তা হবে কবরবাসীর কারামাত। কবরের কাছে সুওয়ালকারীর কোনো শ্রেষ্ঠত্ব এতে প্রমাণিত হয় না। ...তদ্রূপ নবী ও আওলিয়ায়ে কেরামের কবরে যত কারামাত ও অলৌকিক ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায় যেমন, ...ওগুলোও আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। এ সমস্ত বিষয় কবরের কাছে নামায পড়া বা কবরের কাছে দুআ করা মুস্তাহাব হওয়ার দাবি রাখে না।"[৮৬] [৮৭]

---

৮৬. ইকতিযাউস্ সিরাতিল মুসতাকীম, দারুল হাদীস, কায়রো, পৃ. ৩৩৮

৮৭. ইবনে তাইমিয়া রহ. এর বক্তব্যের আরবীপাঠ:

ولا يدخل في هذا الباب : ما يروى من أن قوما سمعوا رد السلام من قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، أو قبور غيره من الصالحين . وأن سعيد بن المسيب كان يسمع الأذان من القبر ليالي الحرة. ونحو ذلك . فهذا كله حق ليس مما نحن فيه ، والأمر أجل من ذلك وأعظم .وكذلك أيضا ما يروى: " أن رجلا جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، فشكا إليه الجدب عام الرمادة فرآه وهو يأمره أن يأتي عمر ، فيأمره أن يخرج يستسقي بالناس" فإن هذا ليس من هذا الباب . ومثل هذا يقع كثيرا لمن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم ، وأعرف من هذا وقائع . وكذلك سؤال بعضهم للنبي صلى الله عليه وسلم، أو لغيره من أمته حاجة فتقضى له ، فإن هذا قد وقع

ইবনে তাইমিয়া রহ. এর কাশফ : একটি মজার ঘটনা

ইবনে তাইমিয়া রহ. এর কাছে ওহী আসত না। তথাপি তিনি ভবিষ্যতের অদৃশ্য অনেক বিষয় সম্পর্কে নিশ্চিত সংবাদ বলে দিতেন। পরে তা হুবহু বাস্তবও হয়েছে। ইবনুল কায়্যিম এগুলোকে ফিরাসাত নামে উল্লেখ করে থাকেন। একেই অন্য উলামাগণ কাশফ নামে উল্লেখ করেন। এ সংক্রান্ত ইবনুল কায়্যিম রহ. এর একটি বিবরণ এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে।

ইবনুল কাইয়্যিম রহ. বলেন,

> আমি শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়ার ফিরাসাত তথা কাশফ ও কারামতের অনেক আশ্চর্য ঘটনা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছি। এর বাইরে তার যেসব কারামত আমি দেখিনি সেগুলো আরো আশ্চর্যজনক। তার ফিরাসাত ও কারামতের বিষয়গুলো সংকলন করলে বিরাট কলেবরের বইয়ের রূপ ধারণ করবে।
>
> তাতারীদের উত্থানের বহু আগে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেন এভাবে যে, ৬৯৯ হিজরীতে তাতারীরা শাম আক্রমণ করবে এবং মুসলিম বাহিনী তাদের হাতে পরাজিত হবে। তবে দিমাশকে গণহত্যা সংঘটিত হবে না এবং গণগ্রেপ্তারের ঘটনা ঘটবে না। এ অভিযানে মাল-সম্পদ লুটতরাজ করাই শত্রু বাহিনীর মূল আকর্ষণ হবে।

كثيرا، وليس هو مما نحن فيه ... فهذا القدر إذا وقع يكون كرامة لصاحب القبر، أما أن يدل على حسن حال السائل، فلا فرق بين هذا وهذا . فإن الخلق لم ينهوا عن الصلاة عند القبور، واتخاذها مساجد استهانة بأهلها، بل لما يخاف عليهم من الفتنة، وإنما تكون الفتنة إذا انعقد سببها، فلولا أنه قد يحصل عند القبور ما يخاف الافتتان به لما نهي الناس عن ذلك، وكذلك ما يذكر من الكرامات، وخوارق العادات، التي توجد عند قبور الأنبياء والصالحين مثل نزول الأنوار والملائكة عندها وتوقي الشياطين والبهائم لها، واندفاع النار عنها وعمن جاورها، وشفاعة بعضهم في جيرانه من الموتى، واستحباب الاندفان عند بعضهم، وحصول الأنس والسكينة عندها، ونزول العذاب بمن استهانها- فجنس هذا حق، ليس مما نحن فيه.

وما في قبور الأنبياء والصالحين، من كرامة الله ورحمته، وما لها عند الله من الحرمة والكرامة فوق ما يتوهمه أكثر الخلق، لكن ليس هذا موضع تفصيل ذلك. وكل هذا لا يقتضي استحباب الصلاة، أو قصد الدعاء أو النسك عندها، لما في قصد العبادات عندها من المفاسد التي علمها الشارع كما تقدم. فذكرت هذه الأمور لأنها مما يتوهم معارضته لما قدمناه، وليس كذلك.

৭০২ হিজরীতে তাতারীরা যখন আবার শাম আক্রমণের পায়তারা করল, তখন তিনি আমীর-উমারাসহ সবার সামনে আবার ভবিষ্যদ্বাণী করে বললেন, এবারের অভিযানে তাতারীরা পরাজিত হবে এবং মুসলিম বাহিনী বিজয় লাভ করবে। একথার উপর তিনি সত্তর বার আল্লাহর নামে কসম করলেন। এসময় তাকে বলা হল, আপনি ইনশাআল্লাহ বলেন (তাহলে ভবিষ্যদ্বাণী সত্য না হলেও কসম ভঙ্গের কাফফারা দেওয়া লাগবে না)। তিনি বললেন, হ্যা ইনশাআল্লাহ বললাম, তবে তা দৃঢ়তা প্রকাশের জন্য, সম্ভাব্যতা প্রকাশে নয়। লোকেরা বিশ্বাস করতে না পেরে যখন তাকে বারবার জিজ্ঞেস করতে লাগল (সত্যিই কি তাতারীরা পরাজিত হবে), তখন একপর্যায়ে তিনি বললেন, বারবার জিজ্ঞেস করো না, শোনো, আল্লাহ তাআলা লাওহে মাহফুযে একথা লিখে রেখেছেন, এবার তাতারীরা পরাজিত হবে এবং মুসলিম বাহিনী জয়লাভ করবে। তিনি বলেন, যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হবার পূর্বে আমি আমির-উমারা ও সেনাবাহিনীর কয়েকজনকে বিজয়ের হালুয়া আপ্যায়ন করেছি।[৮৮]

লক্ষ্য করুন, ইবনে তাইমিয়া রহ. ভবিষ্যতের একটি বিষয় সম্পর্কে যেভাবে বলেছেন, "অবশ্যই হবে, লাউহে মাহফুজে আল্লাহ তাআলা লিখে রেখেছেন এবং ইনশাআল্লাহ বলতেও প্রস্তুত না"—তাতে কি বোঝা যায় না যে, তিনি

৮৮. [মাদারিজুস সালিকীন-ইবনুল কায়্যিম, ৩/৩১০, তাহক্বীকুল মাকাল ফি তাখরীজি আহাদীসি ফাজাইলিল আমাল]

ইবনুল কায়্যিম রহ. এর বক্তব্যের আরবীপাঠ:

ولقد شاهدتُ من فِراسة شيخ الإسلام ابن تيمية أمورًا عجيبةً، وما لم أشاهده منها أعظم وأعظم. ووقائِع فراسته تستدعي سِفرًا ضخمًا. وأخبر أصحابَه بدخول التّتار الشّام سنة تسع وتسعين وستّمائةٍ، وأنّ جيوش المسلمين تُكْسَر، وأنّ دمشق لا يكون بها قتلٌ عام ولا سبيٌ عام، وأنّ كَلَب الجيش وحدّته في الأموال. هذا قبل أن يَهُمَّ التّتار بالحركة.

ثمّ أخبر النّاسَ والأمراءَ سنة اثنتين وسبعمائةٍ لمّا تحرّك التّتار وقصدوا الشّام: أنّ الدّائرة عليهم والهزيمة، والظّفر والنّصر للمسلمين. وأقسم على ذلك أكثر من سبعين يمينًا. فيقال له: قل إن شاء الله. فيقول: إن شاء الله تحقيقًا لا تعليقًا. سمعته يقول ذلك. قال: فلمّا أكثروا عليَّ قلت: لا تُكثروا، كتب الله تعالى في اللّوح المحفوظ أنّهم مهزومون في هذه الكرّة، وأنّ النّصر لجيوش الإسلام. قال: وأطعمتُ بعضَ الأمراء والعسكر حلاوةَ النّصر قبل خروجهم إلى لقاء العدوّ.

গায়েব জানার দাবি করছেন? তিনি কি লাউহে মাহফুজ দেখেছেন?

একবার আমার এক ঘনিষ্ঠজন বাংলাদেশ আহলে হাদীস আন্দোলনের উচ্চপদস্থ একজন কর্তা ব্যক্তিকে ইবনে তাইমিয়ার নাম উল্লেখ না করে তাঁর উল্লিখিত বক্তব্যটি উদ্ধৃত করে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কেউ যদি এমন কথা বলে তাহলে কি হবে? তিনি সাথে সাথে বলে উঠলেন, কাফের ও ওয়াজিবুল কতল। অর্থাৎ তাকে হত্যা করতে হবে। তখন তিনি ইবনে তাইমিয়া রহ. এর নাম উল্লেখ করলে বলেন, এটা হতে পারে না। কিতাব খুলে দেখানোর পর তিনি ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গিয়ে বলেন, তাহলে বিষয়টা নিয়ে ভাবতে হবে! তারা দুজন ছিলেন সহকর্মী। আমি একাধিকবার জিজ্ঞেস করেছি যে, তাঁর ভাবার সময় কি শেষ হয়েছে? তিনি বলেছেন, না।

ইনসাফ করুন, বাড়াবাড়ি বর্জন করুন

কারামত বিশ্বাস করা কোনো দোষণীয় বিষয় নয়। এটা আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামাআর সর্বসম্মত আকীদা। কিন্তু অতিরিক্ত বাড়াবাড়ির কারণে অনেকেই এ সত্যটি উপলব্ধি করতে অক্ষম হয়ে যান। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, একটি দারুল ইফতায় শায়খ জাকারিয়া রাহ. রচিত ফাযায়েলে আমল গ্রন্থে উল্লিখিত নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মুসাফাহা করা সংক্রান্ত আহমদ রিফাইর ঘটনাটি সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়। তারা উত্তরে লেখেন, ঘটনাটি ভিত্তিহীন। যে বইয়ে এ ধরনের ঘটনা আছে তা পড়া জায়েয নেই। যে ইমাম এ ধরনের ঘটনা বিশ্বাস করে তার পিছনে নামায পড়া যাবে না ইত্যাদি। তদ্রূপ অনেকে ফাযায়েলে হজ্ব ও ফাযায়েলে সাদাকাত গ্রন্থ থেকে কিছু অলৌকিক ঘটনা উল্লেখ করে তাকে আকীদা বানিয়ে পুরো উলামায়ে দেওবন্দকে দোষী সাব্যস্ত করতে চেষ্টা করেন। ঘটনাগুলো থেকে এমনসব আকীদা-বিশ্বাস বের করে নিয়ে আসেন যেগুলো ভ্রান্ত হওয়ার বিষয়ে সমস্ত আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ একমত এবং উলামায়ে দেওবন্দও স্পষ্টভাবেই এর সাথে একমত। কিন্তু তারা সুস্পষ্ট বক্তব্য না দেখে বর্ণিত অলৌকিক ঘটনাকে আকীদা বানিয়ে উলামায়ে দেওবন্দের উপর চাপিয়ে দেন।

আলোচ্য দারুল ইফতার ফতোয়ার কথাই ধরুন, তাতে আহমদ রেফাইর ঘটনাটি ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত কি না এ বিষয়ে কিছুই বলা হয়নি। যদি তা ইতিহাস হিসেবে প্রমাণিত হয় তাহলে এটি কারামত হিসেবে বিশ্বাস করতে

দোষের কী আছে? এমন অলৌকিক ঘটনা ঘটা অসম্ভব– এমন কোনো শরয়ী দলিল কি আছে কোথাও? 'হযরত উমর রা. মসজিদে নববী থেকে বসে এক মাস পথের দূরত্বে যুদ্ধরত হযরত সারিয়ার বাহিনীর অবস্থা জানলেন, সারিয়াকে ডাক দিলেন এবং তাঁরাও তাঁর ডাক শুনতে পেয়ে কথা মত আমল করে উপকার পেলেন'।[৮৯] বর্ণনাটিকে সমস্ত মুহাদ্দিস সহীহ বলেছেন এবং তাদের কিতাবেও উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে ইবনু তাইমিয়া ও শায়খ আলবানী সাহেবও রয়েছেন যার উদ্ধৃতি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এ ঘটনা বিশ্বাস ও বর্ণনা করাতে কি উমর রা.-কে আলিমুল গায়ব সাব্যস্ত করা হয়ে যায়? তাঁকে কি অদৃশ্যের জ্ঞানী বা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী বিশ্বাস করা হয়ে যায়? যারা এত দূর থেকে তার কথা শুনতে পেরেছেন, তাদেরকে আলিমুল গায়েব মানা হয়ে গেলো? আহমদ রিফাইর ঘটনা বর্ণনা করলে আর বিশ্বাস করলে যদি সে বই পড়া ও সে ইমামের পিছনে নামায আদায় করা না-জায়েয হয়ে যায়, তাহলে হযরত উমরের ঘটনা যারা যারা উল্লেখ করেছেন তাদেরকে ঐ মুফতী সাহেবগণ কী বলবেন!

ইবনে তাইমিয়ার কাশফ ও কারামাত বিষয়ে যে কটি কথা তারই শিষ্য ইবনুল কায়্যিমের বিখ্যাত গ্রন্থ 'মাদারিজুল সালিকীন' এর উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করা হল, আমরা কি তাহলে তাদের কিতাব পড়া নাজায়েয ও হারাম বলতে পারব?

মূলত কারামত সম্পর্কে আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামাআর আকীদার উপর মজবুত থেকে এ ধরনের ঘটনাবলী উল্লেখ করা ও বর্ণনা করাতে শরীয়তে কোনো নিষেধ নেই। কেননা এ ধরনের ঘটনা বিশ্বাস ও বর্ণনা করলেই যদি কাউকে পথভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত বলতে হয়, তাহলে এ বিভ্রান্তি থেকে কেউ বাদ পড়বে বলে মনে হয় না। যারা উলামায়ে দেওবন্দের বই থেকে এ ধরনের ঘটনা খুঁজে খুঁজে বের করে তাদেরকে বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট সাব্যস্ত করেন, তাদের প্রতি আমার একটা বিনীত অনুরোধ রয়েছে। আপনারা ইনসাফ করুন। উলামায়ে দেওবন্দের পূর্বেই যারা শত শত বছর ধরে এ ধরনের অলৌকিক ঘটনা বর্ণনা করে রেখেছেন, যাদের কিতাব-পত্র বিশ্বব্যাপী প্রচারিত তাদের ব্যাপারে আপনারা যে ধারণা পোষণ করেন, দেওবন্দীদের উপরও কি সে ধারণা পোষণ করা যায় না? তা না হলে তো ইমাম ইবনু আবিদ-দুন্‌য়া, হিবাতুল্লাহ লালিকায়ী, ইবনে তাইমিয়া,

---

৮৯. ফাওয়াইদু আবি বাকার ইবনে খাল্লাদ, হাদীস নং ৫৫, সিলসিলাতুল আহাদিসিস সহীহাহ, হাদীস নং ১১১০

ইবনুল কায়্যিম, আল্লামা সামহুদী, শায়খ ছালেহ ফাওযান, শায়খ উসাইমিনসহ অসংখ্য ইমাম, মুহাদ্দিস, ফকীহ ও ঐতিহাসিককে গোমরাহ বলতে হবে। কারণ অনেকের কিতাবেই এ ধরনের ঘটনা পাওয়া যায়, যা স্বপ্ন, কাশফ-ইলহাম ও কারামাত সংশ্লিষ্ট।

[দেখুন, মান 'আশা বা'দাল মাওত, ইবনু আবিদ্দুন্য়া; শরহু উসূলি এ'তেকাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামাআহ লিল-লালিকায়ী, মাজমুউল ফাতাওয়া ও আল-আকীদাতুল ওয়াসিতিয়্যাহ, ইবনে তাইমিয়া পৃ. ১৩; কিতাবুর রূহ, ইবনুল কায়্যিম; ওয়াফাউল ওয়াফা বি আখাবারি দারিল মুসতাফা, সামহুদী; জামিউদ্ দুরূস ফি শারহিল আকীদাতিল ওয়াসিতিয়্যাহ, দারু ইবনে হাযম থেকে প্রকাশিত (পৃ. ৮১০-৮১১), শারহুল আকীদাতিল ওয়াসিতিয়্যাহ (পৃ. ৪৯০) ও শরহুল আকীদাতিস-সাফারাইনিয়্যাহ (পৃ. ৬৪০), শায়খ উসাইমীন]

বিশেষ করে ইবনে তাইমিয়া রাহ.-এর শিষ্য ইবনুল কায়্যিম রাহ.-এর কিতাবুর রূহে এ ধরনের ঘটনা ভরপুর যা তিনি বর্ণনাও করেছেন এবং সত্যায়িতও করেছেন। [দেখুন, কিতাবুর রূহ পৃ. ৮, ১৪-১৫, ১০৩, ১৮৮]

ফাযায়েলে আমাল ও ফাযায়েলে সাদাকাত প্রসঙ্গ

সুতরাং বোঝা গেল, ইবনে তাইমিয়া ও ইবনুল কায়্যিম রহ. এর কিতাবে অলৌকিক ঘটনা, কারামত, কাশফ, স্বপ্নের বিবরণ থাকলেই তা শিরক-কুফর হয় না, তাদের প্রতি এধারণা থাকার কারণে যে, তার এধরনের ঘটনাবলী থেকে কোন ভুল আকীদা বিশ্বাস প্রমাণ করেন না। তাই শায়খ যাকারিয়া রচিত ফাযায়েল কিতাবের বিষয়েও একই মূলনীতি হবে। তাঁর রচিত গ্রন্থে বর্ণিত এ জাতিয় ঘটনাবলীকে আমরা আকীদা মনে করব না। এগুলোর কারণে তাঁর উপর শিরক-কুফরের অপবাদ দেব না। কারণ একদিকে আকীদার ক্ষেত্রে তিনি আহলুস সুন্নাহর বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে ছিলেন সারা জীবন। অপরদিকে তাঁর রচিত ফাযায়েলে আমল ও ফাযায়েলে সাদাকাত ইত্যাদি গ্রন্থে উল্লিখিত কাশফ-কারামত ও স্বপ্ন বিষয়ে তিনি নিজেই স্পষ্ট করেছেন যে, এগুলো থেকে কখনোই আকীদা-বিশ্বাস প্রমাণ হয় না। এখানে সংক্ষেপে কয়েকটি উদ্ধৃতি পেশ করছি—

১. শায়খুল হাদীস যাকারিয়া রহ. তাঁর বহুল আলোচিত ফাযায়েলে সাদাকাত কিতাবেই কাশফের বিধান বলতে গিয়ে আল্লামা সুয়ূতী রহ. এর তাফসীরে

'আদদুররুল মানসূর' কিতাবের একটি উদ্ধৃতি প্রসঙ্গে বলেন—

উল্লিখিত স্থানে রূহের সমাগম হওয়ার বিষয়টি শরীয়তের কোন দলিল দ্বারা প্রমাণিত নয়। বরং এগুলো 'কাশফ' সংশ্লিষ্ট বিষয়। কাশফ হল এমন বিষয় যা আল্লাহ তাআলা তাঁর কোন বান্দার সামনে প্রকাশ করে দেন। কিন্তু 'কাশফ' শরীয়তের কোন দলিল নয়।[৯০]

২. এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি লেখেন—

স্বপ্ন শরীয়তের কোন দলিল না—যার দ্বারা (আকীদা তো দূরের কথা) শরীয়তের কোন মাসআলাই প্রমাণিত হয় না।[৯১]

৩. কারামত শরীয়তের কোন দলিল নয়—

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন,

কারামত শরীয়তের কোন দলিল নয়, এমনিভাবে এমন কোন বিষয়ও নয়, যা সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে।[৯২]

সুতরাং কাশফ-কারামত ও স্বপ্ন সম্পর্কে তাঁর এমন স্পষ্ট বক্তব্য থাকার পরও এধরনের ঘটনার কারণে তাঁকে কুফরির অপবাদ দেয়া আর একই ধরনের বিষয় বিদ্যমান থাকার পরও ইবনে তাইমিয়া ও ইবনুল কায়্যিমকে ইমাম মনে করা কতটুকু ন্যায়সঙ্গত বিষয়।

অতএব উপযুক্ত ও যোগ্য ব্যক্তিদের যদি কোন কিতাবের দলিলভিত্তিক ও ন্যায়সঙ্গত সমালোচনা করেন, তাহলে তার মূল্য অবশ্যই আছে। কিন্তু কোন কিতাবের বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে এধরনের ঢালাও মন্তব্য ও সমালোচনা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

এ প্রসঙ্গে হযরতুল উসতায মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক সাহেব দামাত বারাকাতুহুমের উদ্ধৃতিটি উল্লেখ করে আমার কথা সমাপ্ত করছি।

এ ফেতনার আরও দুটি দিক উল্লেখ করে আমরা সামনের কথায় যাব।

---

৯০. ফাযায়েলে সাদাকাত উর্দু ১/২৫৬, বাংলা পৃ. ৩১৭

৯১. কুতুবে ফাযায়েল পার ইশকালাত আওর উনকে জাওয়াব, শায়ক যাকারিয়া রহ, সংকলন-মাওলানা শাহেদ সাহেব হাফিযাহুল্লাহ, পৃ ১৯৩

৯২. কুতুবে ফাযায়েল পার ইশকালাত আওর উনকে জাওয়াব, শায়খ যাকারিয়া রহ. সংকলন, মাওলানা শাহেদ সাহেব হাফিযাহুল্লাহ, পৃ ১৯৯

(১) যে রেওয়ায়েতের ব্যাপারে খোদ মুহাদ্দিসীনে কেরামের মধ্যে মতভেদ আছে যে, রেওয়ায়েতটি 'হাসান' পর্যায়ের, না 'যয়ীফ'; বেশি দুর্বল, না চলার মতো কিংবা রেওয়ায়েতটি যয়ীফ না মওযূ— এ ধরনের রেওয়ায়েতের ক্ষেত্রে একটি মত অবলম্বন করে ভিন্নমতাবলম্বীকে 'জাহেল' বা 'গোমরাহ' সাব্যস্ত করে দেওয়া, অথচ ভিন্ন মতটি প্রথম মতের মতোই শক্তিশালী কিংবা ভিন্ন মতটি 'মারজূহ' হলেও একটি 'মুজতাহাদ ফীহ' রায়ের মর্যাদা রাখে। সেটিকে এমন ভুলের কাতারে ফেলা যায় না, যাকে 'যাল্লাত' (নিশ্চিত ভুল) বলা চলে।

তবে হ্যাঁ, ভিন্ন মতটি যদি যাল্লাতের পর্যায়ে পড়ে তাহলে তা গ্রহণ করার সুযোগ নেই। কোনো আলেমের ব্যাপারে যদি জানা যায় যে, তিনি হঠকারিতা করে নয়, নেক নিয়তে ভুলক্রমে সেই মত অবলম্বন করেছেন তাহলে আদবের সঙ্গে তার ভুল চিহ্নিত করে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু এ কারণে তাকে জাহেল বা গোমরাহ তো বলা যাবে না।

(২) কোনো যয়ীফ রেওয়ায়েত বা কোনো ঘটনা বা কাহিনীতে শিরকি কথা আছে বলে অমূলক দাবি উত্থাপন করা, এরপর এই অজুহাতে রেওয়ায়েতটি মওযূ বা ভিত্তিহীন সাব্যস্ত করা এবং ওই রেওয়ায়েত বা ঘটনা যে কিতাবে আছে সে কিতাবকে শিরক ও মওযূ রেওয়ায়েতের কিতাব সাব্যস্ত করা।

শায়খুল হাদীস যাকারিয়া রহ.-এর ফাযায়েলের কিতাবগুলোর উপর কিছু কট্টরপন্থী লোক যে আপত্তিগুলো উত্থাপন করে থাকে তার অধিকাংশের মূলেই আছে এ দুটি বিষয়। আপত্তি উত্থাপনকারীরা যদি এই বাড়াবাড়ি ছাড়তে পারতেন তাহলে এই আপত্তিগুলোর অধিকাংশ তারা নিজেরাই ফিরিয়ে নিতেন এবং আপত্তি উত্থাপন ও গালমন্দের পথ ছেড়ে আলোচনা ও কল্যাণকামিতার পথ অবলম্বন করতেন।[৯৩]

هذا، وصلى الله على خير خلقه محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

৯৩. এসব হাদীস নয়-২, (ভূমিকা), পৃষ্ঠা- ২২

আহলুস সুন্নাহর আকীদা
হায়াতুল আম্বিয়া
(নবীগণের কবর জীবন)
মাওলানা তাহমীদুল মাওলা

প্রকাশক
MUASSASA
মুআসসাসা ইলমিয়্যাহ বাংলাদেশ
০১৮৩০-৫৪০৫২০
০১৬২০-৬০৪৪৫৬